(ছেলেমেয়েদের উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

মূল্য দশ আনা

—প্রকাশক—

শ্রীসলিলকুমার মিত্র

এস্. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

১২ নং নারিকেল বাগান লেন,

কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪১

মাঘ—১৩৪৫

—প্রিণ্টার—

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার

ক্লাসিক প্রেস

২১ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা।

প্রীতি-উপহার

পূর্ব্বকথা

"নিঝুম পুরী" প্রকাশিত হইল।

এ গল্পের কোনো অংশ বিদেশী ফিল্ম বা গল্প হইতে গ্রহণ করি নাই। গল্পটি সম্পূর্ণ মৌলিক।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকা এ বইখানি পড়িয়া খুশী হইলে প্রীত হইব। ইতি ২২শে আশ্বিন, ১৩৪১।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৫।১ চক্রবেড়িয়া লেন
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঙ্কল্প
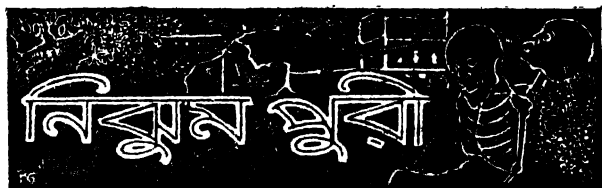
কাঁচড়াপাড়া রেল-ষ্টেশনের একটু দক্ষিণে পূব-দিকে একটা পথ ওয়ার্ক-শপের বুক ফুঁড়িয়া জঙ্গল ঠেলিয়া সোজা গিয়াছে জাগুলিয়ার দিকে। এই পথ হইতে বাঁয়ে মেটে রাস্তা—দু-চারি-ঘর বসতি পার হইয়া মাঠ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তরে গিয়া মিশিয়াছে।

সেকালে এ-পথে ডাকাতের ভয় ছিল। নেহাৎ দায়ে না পড়িলে লোকজন এ পথে চলিতে চাহিত না। আজ ডাকাত নাই; তবে ডাকাতীর রোমাঞ্চকর গল্পগুলা আজ পর্য্যন্ত লোকের বুক কাঁপাইয়া বিরাজ করিতেছে। সে গল্পে শৃঙ্খলা আছে—শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়, অথচ মন এক-

একবার চঞ্চল হইয়া ওঠে—ভাবে, এখন একবার ওখানে ঘুরিয়া আসিলে মন্দ হয় না !

একদিন চারজন বন্ধুর মনে এমনি সঙ্কল্প জাগিল। ইউনিভার্শিটির পরীক্ষা চুকিলে তারা পরামর্শ করিল, এ্যাডভেঞ্চারে বাহির হইবে।

কিন্তু কোথায় যায় ? এভারেষ্টে গিয়া চড়িতে পারে না ! বে-অফ্-বেঙ্গলে গিয়া সাঁতার দেওয়া অসম্ভব ! আসামের জঙ্গল ফুঁড়িয়া বর্ম্মায় গিয়া হাজির হইবে,—তাও দুঃসাধ্য ব্যাপার ! তরুণ বয়সে মনে অনেক সাধ জাগে, কিন্তু সে সাধ মিটানো সহজ নয়—বিশেষ বাঙলা দেশে বাঙালীর ছেলের পক্ষে ! কাগজে আজগুবি গল্প বাহির হয়, পড়ি। কিন্তু সে সব গল্পের নায়কদলের নামগুলাই যা শুধু বাঙালী !

হাসিয়া অমল বলিল,—ইউনিভার্শিটিতে এগ্জামিন দেওয়াই তো মস্ত এ্যাড্ভেঞ্চার। বাঙালীর ছেলে আবার কি এ্যাড্ভেঞ্চার চায় ?

কেশব বলিল্—আমি ভাবছিলুম, জাগুলের ওদিকে পাণতাড়া গ্রাম,—আমার এক পিশিমা সেখানে থাকেন। চলো, পাড়াগাঁয়ে ঘুরে আসা যাক !

সুরেশ বলিল—তাতে আর কি মজা হবে ! কথায় বলে, পিশির বাড়ী নদের গোপাল হয়ে ননী-ছানা খাও শুধু।

কেশব কহিল,—না হে, না। পাড়াগাঁয়ে সাপখোপ আছে, মশা আছে জোঁক আছে, আমাদের পক্ষে সে প্রায় সুন্দরবনের তুল্য! কিন্তু সত্যি, তামাসা নয়, পাণতাড়ার কাছে এক ডাকাতে বিল আছে! পিশিমার কাছে অনেক মজার মজার গল্প শুনেছি—সেখানে ছিল নাকি এক জমিদারের বাড়ী। তাতে ছিল সিংহদ্বার, নবৎখানা অর্থাৎ মস্ত তোড়-জোড়। ডাকাতদের অত্যাচারে সে সব গেছে। বাড়ীর ইট-কাটগুলো পড়ে আছে। তাতেই এ্যাড্‌ভেঞ্চার করা যাবে। চলো সেইখানে।

অনাদি বলিল—পিশিমার উপর জুলুম হবে না তো?

কেশব কহিল—মোটেই না।...পিশিমা কত দুঃখ করে, বলে, কেন আসিস না?

তাই স্থির হইল। বাড়ীতে অনুমতি আদায় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। সদ্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সব এগজামিন দিয়াছে, একটু আরাম করিবে না? আহা!

চারিজনে শুভদিন দেখিয়া কলিকাতা ছাড়িল। তাদের দেখিয়া পিশিমা মহাখুশী। পাড়াগাঁয়ে স্নেহের আবরণে যতখানি স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেন, দিলেন। সেদিকে কোনো ত্রুটি রহিল না।

পুকুরে জঙ্গলে মাতামাতি শেষ করিয়া তৃতীয় দিনে দুপুরবেলায় কেশব ডাকিল—পিশিমা···

পিশিমা কহিলেন,—কেন বাবা ?

কেশব কহিল,—তোমাদের গাঁয়ের সেই ডাকাতে বিলটা কোন্ দিকে ?

পিশিমা কহিলেন—ডাকাতে বিলের খোঁজে কি হবে রে ?

কেশব কহিল,—বলো না ! আমরা একটু প্রশ্নতত্ত্বের আলোচনা করবো ।

পিশিমা কহিলেন,—বিল আছে, তবে জল অনেক মরে গেছে । মস্ত বিল—এখন চারি ধারে খুব জঙ্গল—কত সাপখোপ আছে ! সেখানে যায় না ।

কেশব কহিল,—একবার চোখে দেখবো । ভয় নেই, সাবধানে যাবো । আর সে জমিদার-বাড়ী ? সেই—যার মস্ত সিংহদ্বার ছিল ? নবৎখানা ছিল ?

পিশিমা কহিলেন—ভাঙ্গা ইট-কাঠ পড়ে আছে বাবা ! সেও জঙ্গল !

অমর কহিল—জমিদারদের বংশের কেউ নেই ?

পিশিমা কহিলেন—আছে । তবে তাদের যা অবস্থা শুনতে পাই, আহার জোটে কি না সন্দেহ !

সুরেশ কহিল—ঘর-টর আছে তো ?—তারা থাকে সেখানে ?

পিশিমা কহিলেন—শুনতে পাই, কে না কি আছে। ঐখানে ভাঙ্গা ইটের পাঁজার তলায় কোনো মতে মাথা গুঁজে আছে !

কেশব কহিল—তুমি সে বাড়ী দেখেচো পিশিমা ?

পিশিমা বলিলেন,—না বাবা। পাঁচজনের মুখে শুনি।

কেশব বলিল—এখান থেকে অনেক দূরে ?

পিশিমা কহিলেন—দূরে বৈ কি ! শুনি, প্রায় পাঁচ ক্রোশ হবে।

—চার-পাঁচ ক্রোশ আবার দূর কি পিশিমা !

পিশিমা কহিলেন—দেখতে যেতে হবে ? যাবে, যাও ! কিন্তু সকালের দিকে যেয়ো খেয়ে-দেয়ে। নাহলে যদি সন্ধ্যা হয়—জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপ আছে, বাছা।

কেশব কহিল—কেউ জানে সে পথ ? তাহলে তাকে সঙ্গে নিই—নাহলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যদি সময় নষ্ট হয় !

পিশিমা কহিলেন—পাঁচুকে বলবো'খন। পাঁচু জানে।

—তাহলে পিশিমা, বেশ, তোমার কথাই রাখবো। কাল সকাল সকাল খেয়ে আমরা বেরুবো।

পিশিমা কহিলেন—সাবধানে যেয়ো। আমি দেখিনি বটে, তবে যে-সব গল্প শুনি, বাবারে হৃৎকম্প হয়।

পিশিমা ভয়-ভঙ্গীতে একবার কাঁপিলেন।

অমল কহিল—ভূতটুত আছে না কি পিশিমা?

পিশিমা কহিলেন,—ভূত না থাকুক—কিছু আছে বৈ কি বাবা! নাহলে এতদিনেও মানুষ ও—বনে যেতে ভয় পাবে কেন?

সুরেশ কহিল—আমরা যদি প্রমাণ করে দিতে পারি কোনো ভয় নেই, তাহলে এখানকার লোকজনদের মস্ত উপকার করে যাবো?

পিশিমা সে কথার জবাব দিলেন না। তাঁর যে খুব মত ছিল, তা নয়। তবে একালের ছেলে—মানা করিলে শুনিবে না, বিশেষ যখন জিদ ধরিয়াছে! তাই মত দিতে হইল।

পাঁচুকে ডাকানো হইল। পাঁচু পিশিমার দ্যাওরের ছেলে—কেশবদের সমবয়সী। কাঁচড়াপাড়া রেলোয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করে। রাত্রে তার ডিউটি। সন্ধ্যায় কাজে বাহির হয়! বাড়ী ফেরে সকালে। সারাদিন মাছ ধরিয়া ঘুমাইয়া কাটায়।

পাঁচু আসিলে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। পাঁচু

বলিল, সে-বিলের দিকে সে বহুবার গিয়াছে। বিল প্রকাণ্ড। বিলে মাছ আছে বেশ—এক একটা তিমির মত। ঘাই যা মারে—ওঃ! সে ছিপ লইয়া চেষ্টা করিয়াছে; ছোট খাটো পোনা দু-চারিটা গাঁথিয়াছে; কিন্তু পাঁচ সেরের উর্দ্ধে কখনো উঠাইতে পারে নাই। লোভ তার বিলক্ষণ—কিন্তু একা মানুষ…সঙ্গী জোটে না! কাজেই অতখানি পথ যাইতে ইচ্ছা করে না!

কেশব কহিল—বেশ তো, আমরা আছি। তুমি ছিপ জোগাড় করো পাঁচুদা।

পাঁচু কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল,—মাছ কখনো ধরেছো তোমরা?

অনাদি কহিল,—ঝোলের মাছ বাটী থেকে ধরে পাতে নামিয়েছি বৈ কি!

একটা হাস্য-রব উঠিল। কেশব কহিল,—মাছ নাই ধরলুম—ছিপ ফেলে বসে থাকবো। মাছ যা ধরবার, তুমি ধরবে!

সুরেশ কহিল,—জমিদার-বাড়ী দেখেচেন আপনি?

পাঁচু কহিল,—নিশ্চয়।

সুরেশ কহিল,—বাড়ী-ঘর কিছু আছে?

—আছে বৈ কি। তবে ভেঙ্গে চুরে গেছে। তা গেলেও

বাস করা চলে না, এমন দশা: হয়নি। সে বাড়ীতে বাস করচেন এখনো জলধি বাবু

কেশব কহিল,—জলধি বাবুটি·কে ?

পাঁচু কহিল,—জমিদার বংশের বাবু।

অমল কহিল,—হুর্‌রে ! তাহলে সেখানে আতিথ্য নেওয়া অসম্ভব হবে না ! সেখানে ভূত-টূত আছে পাঁচু বাবু ?

পাঁচু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তার প্রমাণ কোনদিন নিইনি !

সুরেশ কহিল—পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ীতে—বিশেষ, পাড়া গাঁয়ে শুনেছি নাকি বাস্তু-ভূত থাকে ! থাকা নিয়ম।

কেশব কহিল—কাল সকালে তাহলে যাবো পাঁচু দা। কি বলো ?

পাঁচু কহিল,—বেশ—কটায় যাবে, বলো ?

কেশব কহিল,—খাওয়া-দাওয়া করে যত শীঘ্র সম্ভব হয়।

পাঁচু কহিল—তাই হবে। তোমাদের জন্য চারটে ছিপও তাহলে জোগাড় করবো।

সকলে সমস্বরে কহিল—নিশ্চয় !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিঝুম পুরী

পরের দিন কয়জনে গিয়া যখন ডাকাতে বিলে পৌঁছিল, বেলা তখন প্রায় এগারোটা। মস্ত বিল। এ-পার হইতে ও পারে ভালো নজর চলে না।

বিলের পাড়ে বড় বড় তাল-খেজুরের গাছ—তার ওদিকে সমতল জমিতে ঘন জঙ্গল! এ গাছগুলা তেমন বড় নয়। বিলের বুক মাঝে মাঝে হাজিয়া-মজিয়া গিয়াছে; মাঝামাঝি যে জল, তাহা :কাক-চক্ষুর মত নির্ম্মল, স্বচ্ছ!

পাঁচু বলিল—এক জায়গায় সকলে ছিপ নিয়ে বসা ঠিক হবে না। কে কোথায় বসবে ঠিক করো।

চার বন্ধুর চোখে চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

কেশব বলিল,—তুমি মাছ ধরতে বসে যাও পাঁচু দা—আমরা ঘুরে ফিরে চারি-ধারটা একবার দেখি।

অমল কহিল,,—সাপখোপের বাস আছে না কি?

পাঁচু কহিল,—পড়ো জায়গা—জঙ্গল—থাকা সম্ভব।

আমি কিন্তু কোনোদিন দেখিনি। বহুবার ত এসেছি এ বিলে মাছ ধরতে !

সুরেশ কহিল—তাহলে আপনি ছিপ নিয়ে বসুন। বুঝতেই তো পারচেন, ও-বিদ্যায় আমরা কি রকম ওস্তাদ ! হাতে ছিপ বা বাঁশ—যা নিয়ে যখনই বসি না কেন, ফল হবে সমান।

অনাদি কহিল,—ডাঙ্গায় ছিপ ফেলে বসলে আমরা যা পাবো, জলে ছিপ ফেললেও তাই। কোনো তফাৎ হবে না।

তাদের কথায় পাঁচু হাসিল ; হাসিয়া কহিল—তাই হোক্ ! আমি ঐ বাজ-পড়া তালগাছটার তলায় গিয়ে তাহলে বসি। এ-সব ছিপ আমার কাছে রইলো। আপনাদের সাধ হয়, এসে জলে ছিপ ফেলবেন !

অনাদি কহিল—জমিদার-বাড়ীটা কোন্ দিকে পাঁচু বাবু ?

পাঁচু কহিল—দক্ষিণ পাড় ধরে আর একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকে দেখবেন, ভাঙ্গা বাড়ীর চিহ্ন।

কেশব কহিল,—এসো তাহলে।

চারিজনে পাড়ের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পাঁচু গিয়া তালতলায় বসিয়া চারের ব্যবস্থা করিল, তার পর জলে ছিপ ফেলিল।

পাঁচুর নির্দ্দিষ্ট পথে খানিকটা অগ্রসর হইয়া ডানদিকে সত্যই দেখা গেল—ভাঙ্গা ইটের স্তূপ !

তারা চমকিয়া উঠিল ! এই কি ভাঙ্গা বাড়ী ? যেন কোন্ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলেও দিনের সুস্পষ্ট আলোয় প্রাচীরের যতখানি দেখা গেল,—এ যেন কোন্ ঐতিহাসিক রাজার বিপুল প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ। অজ পাড়াগাঁয়ে বনের প্রান্তে সখ করিয়া এত-বড় প্রাসাদ গড়িয়া বাস করিতে ছিল—কে এমন মহাপরাক্রান্ত জমিদার ? জমিদার কি—এ যেন রাজবাড়ী ! বাঙলার ইতিহাসে এদিকে একটি রাজার নাম পাওয়া যায়—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র—কৃষ্ণনগরের রাজা ! আর এই পাণতাড়ায় এমন ঐশ্বর্য্যশালী সৌখীন জমিদার বা রাজা কে ছিল ?

কেশব নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—খালি ইংলণ্ড আর গ্রীশের হিষ্ট্রী মুখস্ত করে মরেছি ! বাঙলা নিজের দেশ—এখানকার কিস্স্যু জানি না !

অমল কহিল—বঙ্কিমবাবুর দেবী চৌধুরাণীতে ডাকাত ছিল ভবানী পাঠক—তার সাকরেদ ছিল রঙ্গরাজ—না ?

সুরেশ কহিল—দেবী চৌধুরাণী ফিরে গেছলেন আবার তাঁর শ্বশুর-বাড়ীতে—বনে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি !

কেশব কহিল—হায়রে, উপন্যাসেব লোকজনের

কুলুজী আমরা এমন নিভু´ল জানি,—জানি না শুধু বাঙলার ইতিহাস!

অনাদি কহিল—সে আপশোষ নাই রাখলে। তু' পা এগিয়ে চলো! ও বাড়ীতে তাঁদের বংশধর এখনো বিরাজ করচেন—তাঁদের মুখ থেকেই জানা যাবে—এ বংশের আদি পুরুষ কে? দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্লর ছেলেপুলে? না, মৃণালিনী-উপন্যাসের হেমচন্দ্রের বংশধর এঁরা?

সরস গল্প-গুজবে ও হাস্য-কৌতুকে বন-ভূমি মুখরিত করিয়া চারিজনে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সামনে দেখে,—গল্পে শুনিয়াছিল সিংহ-দ্বার, নহবৎখানা—তাই! গল্প নয়, সত্য। সিংহদ্বারের দেহ জীর্ণ ভগ্ন—সিংহের ল্যাজের দিকটা এখনো কালের লগুড়াঘাতে বিচূর্ণ বা বিচ্ছিন্ন হয় নাই! নহবৎখানাটি এখনো কোনমতে চারিটা থামের উপর ক'খানা ইটের দেওয়াল ও কাঠামো খাড়া রাখিয়াছে। সিংহদ্বার পার হইয়া তৃণ-গুল্মে আচ্ছন্ন দীর্ঘ পথ। সে পথের প্রান্তে ঐ যে প্রকাণ্ড প্রাসাদের কঙ্কাল মূর্ত্তি!

কয়জনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বাঙলা দেশে অজ পাড়াগাঁয়ের প্রান্তে এই জঙ্গলের বুকে এককালে এমন সমৃদ্ধি, এমন ঐশ্বর্য্য প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজ করিয়াছিল! কয় মাইল মাত্র দূরে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—প্রাসাদের কঙ্কাল মূর্তি !

সহরে বসিয়া এ সংবাদ কেহ রাখে নাই! অথচ বিলাতী ফিল্মের কৃপায় ফিজি এবং হাওয়াই দ্বীপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সকলের নখ-দর্পণে!

বড় বড় কয়েকটা ঝাউয়ের শাখায় পাতার বিলম্বিত ঝালর দুলাইয়া বাতাস বহিয়া গেল। সে বাতাসে যেন বাঙলা-মায়ের বেদনার নিশ্বাস মিশানো!

চমক ভাঙ্গিল। কেশব কহিল,—চলো, ভিতরে যাই। যন্ত্র-চালিতের মত অমল কহিল,—চলো।

কয়জনে অগ্রসর হইয়া চলিল। ভাঙ্গা ইট-কাঠ মাড়াইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখে, একদিকে প্রকাণ্ড ঠাকুর-দালান। দেওয়াল ভেদ করিয়া বট-অশ্বত্থ সগর্ব্বে মাথা বাহির করিয়া দিয়াছে—তাদের শিকড়গুলা দড়ির মত থামগুলাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! এই বাঁধনের জন্যই যেন দেওয়ালগুলা পড়িতে পারে নাই!

কেশব কহিল—কারো সাড়া-শব্দ নেই নিঝুম পুরী! দালানে উঠবো?

সুরেশ কহিল—নাহলে এখান থেকেই চোরের মত পালাবো? চলো—দালানে যাই। এককালে বিক্রম ছিল, মনে হয়। তখন এলে দেউড়ী পার হতে পারতুম না। এখন সে ভয় নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

...খাতার একখানা পাতা খোলা, তার উপর একটা নস্যের ডিবা.

কয়জনে সিঁড়ি বহিয়া উপরের দালানে উঠিল। দালানে তক্তাপোষ পাতা। তক্তাপোষের উপর কতকগুলা কাগজ-পত্র। খেরো-বাঁধা বহুকেলে একগোছা খাতা। তক্তাপোষের পাশে ছোট একখানি জলচৌকির উপরে একটা হারিকেন লণ্ঠন। দালানে কেহ নাই। না থাকিলেও এখানে একটু আগে কে কি লিখিতেছিল, সে পরিচয় সুস্পষ্ট। খাতার একখানা পাতা খোলা তার উপর একটা নস্যের ডিবা। সামনে দোয়াত ও কলম রহিয়াছে খাতার পাশে। লিখিতে লিখিতে সদ্য কে উঠিয়া গিয়াছে।

কেশব কহিল—পা ধরে গেছে ভাই! যে যাই বলুক, আমি তো তক্তাপোষের একধারে একটু বসবো।

অনাদি কহিল—উচিত হবে না। কারণ, খাতা খোলা আছে। যিনি লিখছিলেন, তিনি এসে ভাবতে পারেন, খাতার লেখা দেখচো! Prying into secrets কাজটা অন্যায়।

কেশব কহিল—তাহলে মেঝেতেই বসা যাক।

সুরেশ এ-কথায় কর্ণপাত করে নাই ; চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। দালানের কার্ণিশে বাদুড়-চামচিকা সগোষ্ঠি বাসা বাঁধিয়াছে। চক মিলানো ছিল—দেওয়াল পড়িয়া যাওয়ায় একদিককার ঘর-বারান্দা ভূমিশয্যা গ্রহণ

করিয়াছে। যে কয়টা দেওয়াল এখনো দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে বড় বড় ফাটল। দেখিলে শুধু আতঙ্ক হয় না, এত-বড় মহিমার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণটা বেদনার হাহাকারে ভরিয়া ওঠে।

কয়জনে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় কোণের দ্বার-পথে দেখা দিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সহসা চারিজন নূতন অতিথিকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট।

বিস্ময়ের প্রথম চমক ভাঙ্গিলে তিনি কহিলেন,—আপনারা কি চান ?

কেশব কহিল,—দেখতে এসেছি।

ভদ্রলোক মলিন হাসি হাসিলেন, কহিলেন,—ইটের পাঁজা দেখতে এসেচেন ?

কেশব কহিল,—এখানকার কথা অনেক দিন থেকে শুনেছিলুম। এসেছি এখানে পাণভাড়ায়। আমার পিসেমশায়...

—পিসেমশায়ের নাম ?

কেশব কহিল—উপেন বাবু।

—ও! নাম শুনেছি বটে—আলাপ নেই। তিনি এখানে থাকেন না তো ?

কেশব কহিল,—না। তিনি থাকেন বর্ম্মায়। আমার পিশিমা এখন এখানে আছেন! একা।

—ও!
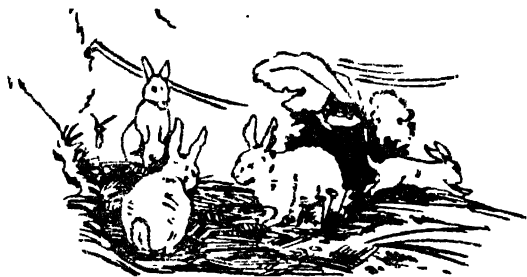
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাস? রূপকথা?

কথায় কথায় সংক্ষেপে প্রৌঢ় পরিচয় দিলেন—তাঁর নাম জলধি চৌধুরী। এ বংশের তিনি শেষ বংশধর। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়াছেন। একটি মেয়ে। মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। জামাই দিল্লীতে কাজ করে। মেয়েও সেইখানে থাকে। তাঁর জীবনে কখনো তিনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে কোথাও যান নাই। এ বাড়ীর ইট-কাঠগুলো এমন মায়ায় তাঁকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে এ-বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও গিয়া তিনি স্বস্তি পান না। মেয়ে-জামাই কত অনুরোধ করিয়াছে—তাদের ওখানে একবার ঘুরিয়া আসিবার জন্য; তিনি যাইতে পারেন নাই। এখানে তাঁর সঙ্গে বাস করে পুরানো ভৃত্য গদাই। গদাধরের ভাই আছে, ভাইপো আছে। তারা কখনো কখনো এখানে আসিয়া ডেরা পাতিয়া বসে। আর আছে দু'চারিঘর রাইয়ৎ। মায়ার বশেই হোক বা যে-কারণেই হোক তারা এখানে পড়িয়া আছে।

কেশব কহিল—কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, এ সব দেখাশুনা···

জলধি বাবু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—লোকে জানে, এখানে কেউ থাকে না ; আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিছু নগদ পয়সা-কড়ি আছে। তাই ভাঙ্গিয়ে চলছে। তাছাড়া বাহিরে কিছু টাকা সুদে খাটানো হয়। সরকার আছে—লোকেন। সে বাইরে থাকে ! খুব বিশ্বাসী লোক। সে অন্য কাজ-কর্ম্ম করচে। সেইসঙ্গে এটুকুও করে !

অনাদি কহিল—একটা কথা জানবার বড় সাধ হচ্ছে…

—বলো !

অনাদি কহিল—এখানে আপনি এতদিন রয়েচেন, ভূতটুত কখনো দেখেচেন ?

জলধিবাবু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—আমি কখনো দেখিনি। তবে গদাইরা বলে, ভূত না কি আছে !

এ কথায় কেশব মাতিয়া উঠিল। সে কহিল—সম্প্রতি এমন কথা বলেচে ?

জলধি বাবু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন,—মাসখানেক আগে বলেছিল, রাত্রে কারা নাকি সারা বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায়। রোজ এমনি দেখে। ভয় পেয়ে আমায় সে বলেছিল, ভালো কথা নয় ; আপনি যান, দুদিন বরং দিদিমনির ওখানে ঘুরে আসুন।

অমল কহিল—আপনাকে এ-কথা কেন বললে ?

জলধিবাবু কহিলেন,—একবার নাকি এমনি ভূতের উৎপাত সুরু হবার পর আমার স্ত্রী মারা যান। তাই তার ভয় হয়েছে।

সুরেশ কহিল,—আপনার স্ত্রী মারা যাবার আগে ভূতের উৎপাত হয়েছিল বলচেন, আপনি তখন ভূত দেখে ছিলেন ? বা ভূতের অত্যাচারের কোনো নমুনা ?

জলধিবাবু কহিলেন,—না।

কেশব কহিল,—আচ্ছা, ডাকাতে বিল যে দেখলুম—সত্যি ওখানে ডাকাতের অত্যাচার ছিল ?

জলধিবাবু কহিলেন—আমি দেখিনি ; তবে শুনেচি। আমার ঠাকুর্দ্দার আমলে খুবই পীড়ন চলতো। বাবা যখন খুব ছোট, তখনো বিলের ধারে ডকাতি হয়েছে।

—আপনাদের উপর অত্যাচার চলতো ?

জলধিবাবু কহিলেন—শুনেচি কিছু-কিছু চলতো। শেষে আমার ঠাকুর্দ্দা মশায় তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন—পাল-পার্ব্বণে তাদের সর্দ্দারকে বখশিস দিতেন। সর্দ্দারের নাম ছিল ভূতনাথ।

অনাদি কেমন শিহরিয়া উঠিল —ডাকাতদের সঙ্গে সন্ধি ! মুখে সে কোনো কথা বলিল না।

সুরেশ কহিল—আচ্ছা, এ বাড়ী কতদিন আগে প্রথম তৈরী হয় ?

জলধি বাবু কহিলেন,—সে এক ইতিহাসের কাহিনী। সে কাহিনী আমি লিখচি। দুখানা মোটা খাতা লিখে শেষ করেচি। এখনো তিন-চার-খানা খাতা লিখতে বাকী। অনেক কাগজপত্র এ ভাঙ্গা বাড়ীতে জড়ো করেচি। সে বই লিখে ছাপিয়ে যদি যেতে পারি তো বাঙালী সে ইতিহাস পড়ে চমকে উঠবে।

কেশব চমকিয়া উঠিল। এ বাড়ীর ইতিহাস! তাহা লইয়া ছ' ভলুম বই লিখিবেন! এমন কি ইতিহাস, যার কথা কোনো টেক্সট-বুকে দূরে থাকুক, মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে ফুটনোট-আঁটা অজানা রাজ্যের কত কথা যে হেঁয়ালির মত ইতিহাস বলিয়া ছাপা হইতেছে, তাহাতেও এই পাণতাড়ার জমিদার বংশের নামগন্ধ দেখে নাই!

জলধিবাবু কহিলেন—জগৎশেঠের নাম তোমরা নিশ্চয় জানো। আমাদের এক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন সেই জগৎশেঠের বন্ধু। নবাব সিরাজদৌলার দরবারে জগৎশেঠ তাঁকে পরিচিত করে দেন। তাঁর নাম ছিল মানগোবিন্দ রায়। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দর নাম শুনেচো? তাঁর সঙ্গে মানগোবিন্দ নিয়ে যেন গোলযোগ করো না! তিনি

ছিলেন রেশমের কুঠীদার। এ বাড়ী তিনি তৈরী করান। ঐ যে বিল দেখচো আজ, ও বিলের যোগ ছিল তখন গঙ্গা নদীর সঙ্গে। রেশমের কুঠী ছিল—এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। নবাবের সঙ্গে মানগোবিন্দ রায়ের একবার খুব বিবাদ হয়। সে বিবাদের মূলে নানা কারণ ছিল। সে কারণ এখন ফাঁশ করিতে চাই না। আমার বই ছাপা হলে পড়ো। তখন বুঝবে, পলাশীর যুদ্ধের আসল কারণ কি। ইতিহাসে যা পড়েচো, তা স্রেফ্ বাজে, ভুয়ো কথা! আমার বইয়ের নাম দেবো—"পাণতাড়ার চৌধুরী বংশ। পাণতাড়া নাম কি করে হলো, জান?

বন্ধুর দল সকৌতূহলে জলধিবাবুর পানে চাহিয়া জবাব দিল,—আজ্ঞে না।

ঈষৎ লজ্জামিশ্রিত স্বরে অমল কহিল—পড়ার বই এত বেশী যে তা ঠেলে এ-সব খবর নেবার সময় পাই না।

জলধি বাবু কহিলেন,—আমি একবার ভেবেছিলুম, ক্যালকাটা ইউনিভার্শিটিকে এ সম্বন্ধে চিঠি লিখবো। ওঁরা এত কাজ করচেন—আর এটুকু করবেন না? তবে আশুবাবু নেই। কার কাছে এ কথা বলবো? এ কথার মর্ম্ম আর-কোন বাঙালী বুঝবে? ধুতি পরে বাংলা কথা বলিলেই তো বাঙালী হওয়া যায় না—বাঙালীর মন চাই! বাঙলার

মাটীতে একেবারে তন্ময় মশগুল রকমের মন! সে মন ছিল স্যর আশুতোষের!

কেশব লজ্জা-কুণ্ঠিত হইল। একটু আগে জলধি বাবুকে সে ভাবিয়াছিল, লেখা-পাগল! তা তো নয়! বাঙলার কথায় স্যর আশুতোষের মনের দাম বুঝিয়া এমন কথা যে বলে, সে লোক পাগল হইতে পারে না!

অনাদি কহিল,—পাণের বরজ ছিল খুব, তাই এ নাম?

জলধি বাবু কহিলেন,—না। ঐ যে ডাকাতে বিল—তার দুধার দিয়ে গঙ্গার এক মস্ত খাল বয়ে যেতো। একবার হঠাৎ ভূমিকম্প হয়—সেই ভূমিকম্পের পর সকলে দেখে, ঐ বিলটুকুই রয়ে গেছে শুধু; বাকী জল উবে গেছে সে ভূমিকম্পের তাড়ায় সরে—যেন ম্যাজিক! সে জায়গায় জাগলো ডাঙ্গা! ভূমিকম্পের তাড়া খেয়ে পাণি অর্থাৎ জল সরে ডাঙ্গা বেরুলো বলে' এ গাঁয়ের নাম পাণতাড়া!

নামের ইতিহাস শুনিয়া বন্ধুরা অবাক! জলধি বাবু কহিলেন—তোমরা কদিন আর এখানে থাকচো?

কেশব কহিল—আপনার সঙ্গে আজ আলাপ হওয়ায় এ-জায়গার উপর মায়া পড়লো—সত্যি! এত নতুন কথা জানতে পারলুম! আপনার ইতিহাস লেখা শেষ হবে কদ্দিনে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জলধি বাবু কহিলেন,—রোজ তো লেখা হয় না। মাস তিন-চার ধরে' পুরানো কাগজ-পত্র ঘেঁটে মশলা জোগাড় করি—সেগুলো নোট্ করি—ভাগ করি—তার পর সেই মাল-মশলা নিয়ে লিখি। এ তো আরব্য উপন্যাসের গল্প নয় যে বানিয়ে যা-খুশী লিখে যাবো! কিম্বা ছাই পাঁশ ভূতের গল্প নয় যে যা মনে আসবে, লিখবো!

সুরেশ কহিল—কিন্তু এ বাড়ীর উপর যত মায়াই আপনার থাকুক, লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে বারো মাস এ-বাড়ীতে পড়ে থাকা আপনার পক্ষে ঠিক নয়। লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা করা উচিত।

জলধিবাবু কহিলেন—যাই বৈ কি—তবে রাত্রে কোথাও থাকি না। সন্ধ্যার মধ্যে কাজ সেরে নিজের এই বনালয়ে ফিরে আসি। কিন্তু···কথাই শুধু কইচি! গদাইকে ডাকি। তোমাদের কিছু খেতে দিক্।

সকলে সমস্বরে কহিল—না, না। আমরা খাবো না।

—একটু জল? ডাব আছে।

—তা যদি থাকে তো তাই দিতে বলুন। আমাদের সঙ্গে খাবার এনেচি—ঐ বিলে মাছ ধরতে এসেচি কি না।

—ও!

জলধি বাবুর আহ্বানে গদাই আসিল। মনিবের

আদেশে ডাব আনিল, কাটারী দিয়া ডাবের মুখ কাটিয়া পাথরের বাটীতে জল ভরিয়া দিল। সকলে জল পান করিল।

কেশব কহিল—এবার আমরা উঠি। আপনাকে আর বিরক্ত করবো না।

জলধিবাবু কহিলেন,—বিলক্ষণ! একলাটি থাকি—তোমরা আসায় খুশী হয়েচি, ভারী খুশী হয়েচি।...এখন ছুটী। কিছুদিন থেকে যাচ্ছো তো?

অনাদি কহিল—দেখি, কি হয়।

জলধিবাবু কহিলেন—থাকো! থাকো! এখানে অনেক জিনিষ আছে—অনেক ঐতিহাসিক রহস্য। সিরাজদ্দৌলার পরে মীর জাফর নবাব হলো। তার এক বেগম ছিল ঘাসি বেগম—ইতিহাসে নাম পাবে না। মীর জাফরের এক ঘেষেড়া ছিল, তার মেয়ে। সেই ঘাসি বেগমের জন্য মীর জাফর এখানে এক বাগান তৈরী করে দিয়েছিল। বাগানের চিহ্ন নেই—তবে বেগমের কবর আছে। সেখানে কবরের মুখে যে-পাথর আছে, তার রঙ্ ঠিক সোনার মত।

কেশব কহিল,—আসবো—সে সব দেখবো।

এ-সব কাহিনী শুনিয়া কেশব ভাবিতেছিল, কলিকাতায়

নাই বা ফিরিলাম। এখানে বসিয়া এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির মন যোগাইয়া চলিতে পারিলে বাঙ্লার ইতিহাসের দিক দিয়া এমন সব কথা সে প্রচার করিতে পারিবে, যার ফলে শুধু ক্যাল্‌কাটা ইউনিভার্শিটি কেন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ হইতে বহু উপাধি, বহু তারিফ লাভ করিয়া জীবনকে সে সফল করিয়া তুলিবে!

আরো দু-চারিটা কথার পর সকলে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল। সিংহ-দ্বার পর্য্যন্ত অনাদির মুখে কথা নাই। আর সকলে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে বিভোর হইয়া জলধি বাবুর স্তুতি-গানে একেবারে সহস্র-মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেশ কহিল—তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে উঠলে যে!

অনাদি কহিল—ভাবচি, ভদ্রলোক বনের মধ্যে বসে ইতিহাস লিখচেন! না, ছেলেমেয়ে ভুলোবার রূপকথা লিখচেন!

কেশব ধমক দিল। ধমক দিয়া কহিল,—তোমার মন ভারী অবিশ্বাসী। উনি ইংরেজী অক্ষরে বই লিখে ম্যাকমিলান কোম্পানীকে দিয়ে সে বই ছাপাবার ব্যবস্থা করেন নি বলে ওঁর ইতিহাস ইতিহাস বলে মানবে না? মিস্

মেয়োর সেই লক্ষ্মীছাড়া ম্যাও-ম্যাও কেচ্ছাকে তুমি ইতি-হাস বলে মানবে! কি slave-mentality!

অনাদি কহিল—থামো, থামো। এ ইতিহাস ছাপানো হোক, তার পাতায় পাতায় কেঁচোর মত কিল্‌বিল্‌করা ফুটনোট আগে দেখি—তবে তো তার দাম বুঝবো।

কেশব কহিল,—ফুটনোট না থাকলে ইতিহাস হয় না?

অনাদি কহিল,—যে কাঁঠালের গায়ে ডুমো কাঁটা-দার খোলা নেই, সে যেমন খাঁটি কাঠাল নয়, তেমনি ডুমো কোটেশন আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁটা না থাকলে কোনো ইতিহাসকে ইতিহাস বলে গ্রহণ করা চলে না।

হাসিয়া কেশব কহিল,—কিন্তু ফুটনোটের ঘটায় ইতিহাস হেঁয়ালি হয়—তার মধ্য থেকে তথ্য-বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায়।

কথায় কথায় সকলে বিলের ধারে আসিল: আসিয়া দেখে, পাঁচু সপাৎ শব্দে জলে ছিপ ফেলিল। সকলে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখে, পাঁচুর পাশে কি একটা বস্তু রূপার মত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

অনাদি কহিল—ভদ্রলোক মাছ ধরেছেন হে সত্যি।

সকলে গতির বেগ দ্রুত করিয়া পাঁচুর কাছে আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচনা

দু-চারদিনে জলধিবাবুর সঙ্গে কেশবদের দলের আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। পাঁচু এদিকে বড় ঘেঁষ দিত না। কেন, সে রহস্য কেশবদের অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

সপ্তাহন্তে জলধি আসিয়া কেশবের সঙ্গে দেখা করিলেন, তার হাত ধরিয়া বলিলেন—তোমাদের একটি উপকার করতে হবে বাবা।

কেশব কহিল—বলুন।

জলধি বাবু কহিলেন—আমার মেয়ের বড় অসুখ, খবর এসেছে। প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে আজই আমাকে বেলা তিনটের সময় বেরুতে হচ্ছে। যেতে হবে দিল্লী। কাজেই রাত্রে বাড়ী ফেরা সম্ভব নয়। ক'দিন এখন বাড়ী ছেড়ে থাকতে হবে, কিছু ঠিক নেই। রাত্রে বাড়ী ছেড়ে কোথাও কখনো থাকিনি। এখন নিরুপায়।

জলধির মুখে কাতরতার চিহ্ন ফুটিল। কেশব তাহা লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল—এর জন্য কাতর হচ্ছেন কেন? মেয়ের অসুখে তাঁকে দেখা আপনার আগে দরকার। বাড়ী নিয়ে কেউ পালাবে না। তাছাড়া লোকজন রয়েছে…

জলধিবাবু কহিলেন,—লোকজনের হাতে বাড়ী ছেড়ে রেখে আমি যেতে পারবো না। কখনো যাইনি! আমাদের বংশে এমনি আদেশ আছে। সে আদেশ মেনে চলে আসচি তিন-চার পুরুষ ধরে।

এ আবার এক নূতন রহস্য! বাড়ী ছাড়িয়া রাত্রে কোথাও থাকা চলিবে না! ইহা কখনো সম্ভব হইতে পারে? মানুষ মাটীর কীট নয় যে এক জায়গায় গট্ হইয়া পড়িয়া থাকিবে! ধ্যানী মুনি-ঋষিরাও এক জায়গায় বসিয়া সারা জীবন কাটাইয়াছেন, এমন কথা কোনো পুরাণে নাই।

কেশব কহিল—কি করতে হবে বলুন।

জলধি বাবু কহিলেন—তোমাদের কষ্ট হবে, বাবা! তবে রাত্রিটা যদি তোমরা কটি বন্ধুতে মিলে আমার ওখানে গিয়ে আমার ঘরে শোও!…ভয় নেই। ভয়ের কোনো কারণ কোন দিন ঘটে নি—বিশ্বাস করো। আমি সত্য কথা বলচি। আমার এ কথা রাখতে পারবে?

কেশব কহিল,—কেন পারবো না! রাত্রে শুয়ে ঘুমানো। এ-বাড়ীতে ঘুমোই নাহয় এ-বাড়ীর বদলে ও বাড়ীতে গিয়ে ঘুমোবো।

জলধিবাবু আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া

কহিলেন,—বাঁচলুম বাবা। বাড়ী ছেড়ে রাত্রে কোথাও যাই না। যাবার উপায় নেই। কেন—সে কারণ ফিরে এসে বলবো। তবে এখন এইটুকু শুধু বলে যাই—এর মধ্যে কোন রকম ভৌতিক বা ডাকাতের ব্যাপার নেই। তাহলে এই চাবি রাখো কিম্বা এখন যদি একবার আসতে পারো, আমি দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে যাই। আমার শোবার ঘর তো জানো?

—জানি।

—আলোর একটু বন্দোবস্ত শুধু করতে হবে। কাঁচড়া-পাড়া থেকে আমি কতকগুলো লণ্ঠন আনতে দিয়েছি। সেজন্য কোনো গোলযোগ বাধবে না। আমি যে বাহিরে যাচ্ছি, এ-কথা কাকেও বলিনি। বলবো না। কদিন বাইরে থাকবো, কোথায় চলেছি, সে কথা প্রকাশ করতে চাই না। তোমরাও সে কথা বলো না।—যাবার সময় ওরা জানবে আমি বাহিরে যাচ্ছি। দিনের বেলায় এমন তো বেরুই। তবে তোমাদের থাকার সম্বন্ধে গদাইকে আমি বলেছি, বাবুরা ক'দিন এখানে এসে থাকবেন। আমি তাঁদের থাকতে বলেচি।

কেশবের মনে সহস্র প্রশ্ন মাথা তুলিয়া উঠিল। বাহিরে যাইবেন,—যান! তাহা লইয়া চাকরদের সঙ্গে

লুকোচুরি কেন? আর এভাবে চৌকিদারীর ব্যবস্থাই বা কেন? ঐ তো ভাঙ্গা বাড়ী—মণি-মাণিক্য বাড়ীতে কত আছে, এ কয়দিনে কেশবদের তাহা বুঝিতে বাকী নাই! তবে? রহস্য!

রহস্য যদি হয়, সে রহস্য নির্ণয়ের এত বড় সুযোগও আর কখনো মিলিবে না! কেশব উপেক্ষা করিতে পারিল না; সঙ্গীদের ডাকিয়া ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া সকলে কহিল,—ছ্যাখো, যদি কোনরকম এ্যাড্‌ভেঞ্চার···

কেশব কহিল—এ্যাড্‌ভেঞ্চারই তো খুঁজছিলাম!

সুরেশ কহিল—এখন বরাত, আর হাত-যশ।

পিশিমার কাছে এ-বাড়ীতে থাকার কথা গোপন রাখিয়া ছোট-খাট লগেজ লইয়া চারিজনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিঝুম পুরীতে আসিয়া উদয় হইল।

পুরীর আবহাওয়া যেন আজ বদলাইয়া গিয়াছে! উঠানে গদাই মস্ত এক মিটিং বসাইয়াছে! কেশবদের দেখিয়া তাদের যেন চমক লাগিল! মুখে কাহারো কথা ফুটিল না।

সকলে ঠাকুর-দালানে উঠিল। গদাই কহিল,—কর্ত্তা বাড়ী নেই। বাইরে গেছেন।

কেশব কহিল—তা জানি। তিনি নেই বলেই তো

আমরা এলুম—এ-বাড়ীতে রাত্রে থাকবো! তাঁর সঙ্গে কথা আছে।

গদাইয়ের মুখের ভাব এ-কথায় এমন হইল যে তার পানে চাহিলে মনে হয়, সে আর বাঁচিয়া নাই!

কেশব বন্ধুদের পানে চাহিয়া কহিল,—এসো…

গদাই এবার নড়িল—ছ'পা আগাইয়া আসিয়া কহিল —এখানে থাকবেন! এই খোলা দালানে! কখন্ দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে, ঠিক নেই। তার উপর চামচিকে-বাহুড় উড়ে গায়ে পড়বে…

কেশব কহিল,—কেন—দোতলায় কর্ত্তার যে-ঘর আছে, সেই ঘরে থাকবো।

গদাই কহিল,—সে ঘর তিনি চাবি বন্ধ করে গেছেন।

কেশব কহিল—আমার কাছে চাবি আছে। চাবি আমি চেয়ে রেখেচি।

কথাটা বলিয়া কেশব পকেট হইতে ঘরের চাবি বাহির করিয়া দেখাইল; তারপর মৃহু হাস্যে গদাইয়ের বুকখানাকে ছুলাইয়া দিয়া সবান্ধবে সে কোণের দ্বার-পথে অদৃশ্য হইয়া সোপান বহিয়া দোতালার দিকে অগ্রসর হইল।

তারা চলিয়া গেলে গদাই-কোম্পানি দারুণ বিস্ময়ে

কিছুক্ষণ হতবাক্ রহিল। তারপর সে-ভাব কাটিলে গদাই একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল - ভালো, আপদ এসে জুটলো তো !

শম্ভু কহিল,—উপায় ?

টহল কহিল,—রাত্রে থাকুন না! মজা টের পাবেন'খন!

গদাই কহিল—সহুরে ছেলে! ওদের প্রাণে কি ভয়-ডর কিছু আছে! তায় আবার আজকালকার ছেলে! ওরা ভগবান মানে না, তা ভূত মানবে !

শম্ভু কহিল—কর্ত্তা বোধ হয় এর একটা ব্যবস্থা করে গেছেন। নাহলে চাবিই বা পাবে কোথায় ?

গম্ভীর ভাবে গদাই কহিল—কর্ত্তা চাবি দিয়ে গেছেন ! আশ্চর্য্য !

টহল কহিল—তুই এতদিনকার লোক—তোর উপর বিশ্বাস করে বাড়ী ছেড়ে গেল না তোর মনিব ? ওদের রেখে গেল বাড়ী চৌকি দিতে ?

গদাই আর একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—তা নয়। এরা হামেশা আসছিল এখানে কর্ত্তার কাছে। কি সব নাকি পরামর্শ হতো! সেদিন শুনলুম, কথা হচ্ছে ঐ যে ঘাসি বেগমের গোর আছে—ওরা ঐ গোর খুঁড়বে। ওখানে নাকি নবাবী আমলের মোহর-টোহর পোঁতা আছে !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টহলের দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। সাগ্রহে সে কহিল—সত্যি ?

গদাই কহিল—ক্ষেপেচিস ! দুশো বছর আগেকার গোর। ওখানে কে মোহর পুঁতে গেল, শুনি ! কর্ত্তার ও-সব খেয়াল। এমন খেয়ালী লোক দেখেচিস ? গিন্নী মারা যেতে সেই যে ঘরের কোণ নিয়েচেন, কোনদিন নড়তে দেখিনি। দিদিমণির বিয়ে হলো—ভাগ্যে লোকেন বাবু ছিল—তাই চেষ্টা চরিত্তির করে বর ধরে আনলো ! বিয়ে দিতেও এ বাড়ী থেকে নড়লেন না। এই বনে বিয়ে হলো ! পুরুত এলো। বরযাত্রী এলো ! নমো-নমো করে বিয়ের পব্ব চুকলো ! দিদিমণি শ্বশুরবাড়ী চলে গেল—বিয়ের পর আর এখানে আসে নি ! কর্ত্তা বলেন, না, এ বনের মধ্যে আর কেন আসা ? জামাই বাবু দু' একবার ঘুরে গেছেন—তবে রাত্রে তাঁকে এ-বাড়ীতে কর্ত্তা থাকতে দেন নি।

টহল কহিল—কর্ত্তা কি পিশাচসিদ্ধ ?

গদাই কহিল কেন ?

টহল কহিল—নাহলে একা এ বনে এমন থাকেন কি করে ?

গদাই কহিল—ঐ যে বই লিখচেন ! কাগজ-পত্র নিয়ে আছেন।

শম্ভু কহিল—আশ্চর্য্য ! এর মধ্যে কিছু আছে। বাড়ী থেকে নড়েন না—যদি বা আজ বাইরে গেলেন, পাহারা বসিয়ে গেলেন ! এর মানে কি ?

গদাই কহিল—তুই যেন কী! একটা গল্প শুনে আসচি! টাকা-কড়ির গল্প। ঐ ডাকাতে বিল আছে না ? ঐ ডাকাতদের সঙ্গে কর্ত্তাদের মেলামেশা ছিল। মাটী খুঁড়লে কোথাও না কোথাও কিছু পাওয়া যাবে। কর্ত্তা বাইরে গেলেন। ভাবলুম, একবার সন্ধান করে দেখবো। সেই জন্যেই তোদের আনিয়েছি। নাহলে কি কচুপাতা খাওয়াবার জন্য এই বনে নেমন্তন্ন করেছি !

বিস্ফারিত নয়নে শম্ভু কহিল,—তা বটে !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হুঁশিয়ার !

বাড়ীর মধ্যে কর্ত্তার ঘরখানিই যা ঘরের মত রহিয়া গিয়াছে ! সেকালে বড়মানুষী ছিল। তার চিহ্ন এখনো নক্‌সা-করা পালঙের চেহারায়, ঘরের মধ্যে রক্ষিত আলমারি-দেরাজে মাখানো আছে ! কাঠে পালিশ না পড়লেও বহু বিবর্ণতার মাঝেও বুঝা যায়, এককালে এ সকল তৈয়ারী বা সংগ্রহ করিতে অনেক পয়সা ব্যয় হইয়াছে। তিনটা লণ্ঠন কর্ত্তা সদ্য আনাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন —তার উপর কেশবরা চারিটা টর্চ্চ লইয়া আসিয়াছে। বিছানার মোটও তারা আনিয়াছে ; আর আনিয়াছে ষ্টোভ, এনামেলের কয়েকখানা বাশন-কোশন, চা, রুটী প্রভৃতি খাদ্য। এ-বস্তু কাঁচড়াপাড়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা ! জিনিষপত্র রাখিয়া কয়জনে শয্যায় বসিল।

অমল বলিল—চাকরটার মেজাজ যেন খারাপ দেখলুম। আমাদের আসায় খুশী হয়নি।

সুরেশ কহিল,—না।

অনাদি কহিল—কোনো রকম গোলযোগ করবে না তো ?

তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে কেশব কহিল,—কি নিয়ে গোল-যোগ করবে? আমরা গোলকুণ্ডার কোহিনুর-মণির সন্ধানে আসিনি। আমাদের কাছেও মণি-মাণিক্য কিছু নেই! অতএব…

অমল কহিল—আমার মনে হলো, ওরা যেন কি ফন্দী আঁটছিল!

সুরেশ কহিল—বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর্! বোধ হয়, পিকনিকের ব্যবস্থা হয়েছে!

অমল হাসিল। অনাদি কহিল—এ বনে কি নিয়ে পিকনিক করবে, শুনি? দেবদারু পাতার ঘণ্ট আর আম-রুল পাতার চাটনি?

সুরেশ কহিল,—সে কথা ঠিক!·· কিন্তু বন দেশে পাঁচ সাত জনকে জোগাড় তো করেছে এর মধ্যে!

কেশব কহিল—জলধিবাবু বলেছিলেন, তাঁর কজন প্রজাও এ-বাড়ীতে আছে।

কথা বন্ধ হইল—গদাইয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে। গদাই কহিল,—একটা কথা বলতে এলুম…

কেশব কহিল—বলো ··

গদাই কহিল, এই তো ভাঙ্গা বাড়ী! রাত্রে আপনারা ঘোরাঘুরি করবেন না। এ ঘর ঠিক আছে। তবু দোর-

তাড়া বন্ধ করে শোবেন। রাত্রে ভাম, ছুঁচো, বাদুড়, প্যাঁচার দৌরাত্ম্য হয়। আপনারা যেন ভয় পাবেন না!

অনাদি কহিল, আমাদের মধ্যে খোকা কেউ নেই—কাজেই ভয়ের কোন কারণ ঘটবে না। ভূত যদি আসে, আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না! ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা মোটে মাথা ঘামাই না—আমরা কারবার করি বর্ত্তমান নিয়ে।

অনাদি যে ভঙ্গী-সহকারে কথাগুলা বলিল, তাহাতে গদাইয়ের তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য না হইলেও এটুকু সে বুঝিল যে এ ছেলেগুলি ভূতকে থোড়াই কেয়ার করে!

কেশব বলিল,—একটা কথা বলতে পারো বাপু?

—কি কথা?

—এ বাড়ীতে কখনো তুমি ভূতটুত দেখেচো? অনেক দিন তো এ বাড়ীতে বাস করচো!

একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া গদাই কহিল—বললে বিশ্বাস করবেন?

—যদি সত্য কথা বলো, কেন বিশ্বাস করবো না? আমরা বিশ্বাস করি না শুধু আজগুবি কথা!

অনাদি কহিল—হ্যাঁ…তবে যদি বলো, গাছ থেকে

ঝপাৎ করে শব্দ হলো, কিছু দেখলুম না, অথচ কাঁধে যেন কে চেপে বসলো—গলা টিপে ধরলে! তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু গলা টিপুনিতে প্রাণ বেরুবার জো—সে রকম গল্প গাঁজা বলেই ধোঁয়ার মত আমরা উড়িয়ে দি—বিশ্বাস করি না।

গদাই কহিল—আমি আজগুবি কথা বলচি না। সত্য যা দেখেছি, তাই বলবো।

সুরেশ কহিল—বলো। খুব যদি ভয়ের কথা হয়, তবে আমরা শুনবো। তোমাকে সে ভয়ের কথা বলতে সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছি।

গদাই কহিল—তাহলে শুনুন!

সকলে উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিল। ঘরের কোণে হারিকেন জ্বলিতেছে। ওদিককার জানালা খোলা; তার মধ্য দিয়া বাহিরের খানিকটা আকাশ দেখা যাইতেছে। ছোট ছোট মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে—সে মেঘের স্পর্শে চাঁদের আলো মাঝে মাঝে ঘোলা হইয়া উঠিতেছে।

গদাই কহিল—ঐ যে ভাঙ্গা নবৎখানা, ওর ঠিক নীচে ছিল দরোয়ানদের ঘর। হেড্-দরোয়ান ছিল এখানকার ভূতো সর্দ্দারের নাত-জামাই। বাঙালী। তার নাম কালু। মনিবের নিমক খেলেও কালু বাহিরে ডাকাতি করতে ছাড়ে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যেন ঘুর্ণী ঝড় বইতে থাকে !

নি। একবার সে ডাকাতি করতে বেরোয়। চাকদহর মাঠ পার হয়ে চলেছিল নদের রাজার খাজনা দিতে। নিশুতি রাত—কালু গিয়ে তাদের উপর পড়ে। বিষম লড়াই-দাঙ্গা বাধে। সে দাঙ্গায় কালু মারা যায়। সেদিনটা ছিল অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি।...তারপর থেকে ঐ তিথিতে প্রতি বৎসর নবৎখানায় রাত দুটো-তিনটের ঢাক বাজে—এখনো। ঢাকীদের ঢাক বেজে ওঠে আর প্রচণ্ড গোলমাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা জায়গা জুড়ে যেন দুশো লোক চলাফেরা করে। এমনি সোরগোল সারা রাত্তির ধরে চলে! মানুষ-জন দেখা যায় না—কিছুই দেখা যায় না।—শুধু ভারী ধুমধামে ঢাক বাজতে থাকে,—শোনা যায়।

কথা শুনিয়া সকলের রোমাঞ্চ হইল। কেশব কহিল—তুমি শুনেচো সে ঢাকের বাদ্যি?

গদাই কহিল—শুনেচি বৈ কি। আমি শুনেচি! কর্ত্তা শুনেচেন। সেদিকে আমি গিয়েছি। কিন্তু এগুনো চলে না। সারা জায়গা জুড়ে যেন ঘূর্ণী ঝড় বইতে থাকে! অথচ এমন মজা, সে ঝড়ে গাছের পাতাটি দোলে না!

কেশব কহিল—এ বছর অক্ষয়-তৃতীয়া হয়ে গেছে?

গদাই কহিল—না। কাল সে তিথি।

অনাদি কহিল—তাহলে তো ভালোই হলো। কাল

সারা রাত আমরা জাগবো—ঘুর্ণী ঝড় দেখতে হবে।

গদাই কহিল—কার সাধ্যি, ও তল্লাটে তখন এগোয়! ছিটকে উড়িয়ে কে যেন কোথায় ফেলে দিতে থাকে! আমরা স্বচক্ষে দেখেচি। বিশ্বাস না হয়, আপনারাও চোখে দেখবেন!

কেশব কহিল—আমাদের বরাত্ জোর যে অক্ষয়-তৃতীয়া পার হয়ে যায় নি—ঠিক সময়ে এ-বাড়ীতে অতিথি হয়ে এসে জুটেচি!

গদাই কহিল—ও তো আপনাদের অক্ষয়-তৃতীয়ার কথা বললুম। অন্য রাত্রেও চুপচাপ কিছু থাকে না। তবে তার ঠিক নেই। একটা না একটা উৎপাত চলেই। তেনাদের খেয়াল।

সুরেশ কহিল—কাদের খেয়াল?

গদাই কহিল—আজ্ঞে, ঐ তেনাদের।

—তেনারা—মানে?

গদাই কহিল—রাত্তির-বেলায় তেনাদের নাম মুখে আনবো? বুঝতেই তো পারচেন!

না বুঝিলেও সকলের গায়ে কাঁটা দিল। কেশব কহিল—বেশ, আমরা তৈরী থাকবো। তেনাদের মধ্যে

যিনিই আসুন, কাকেও আমরা তাড়াবো না ; আদর করে কাছে ডেকে এনে আলাপ করবো।

গদাই কহিল—যাই করুন ; মোদ্দা একটু হুঁশিয়ার থাকবেন। আপনারা সহর থেকে আসচেন। সেখানে তো তেনাদের যাতায়াত নেই। বনের দেশে তেনারা বেপরোয়া ভাবেই চিরদিন বাস করে আসচেন।

কৌতুক-হাস্য-মিশ্রিত স্বরে কেশব কহিল—আমরাও কম বেপরোয়া নই গদাইচন্দর! তেনাদের সঙ্গে দেখা হলে তেনারা বুঝবেন, রতনে রতন মিলেচে!

সকলের উপর গদাই একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তারপর উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ কহিল—লোকটা বিরাট ফন্দীবাজ! ও কোনরকম ফন্দী আঁটচে নিশ্চয়—আমাদের ভয় দেখাবার জন্য।

অনাদি কহিল—স্বার্থ?

সুরেশ কহিল—কিছু আছে নিশ্চয়! কুসংস্কার বলো বা অন্য যে কারণই বলো, স্বার্থ ছাড়া মানুষের এত দয়া শুধু শুধু হয় না।

কেশব কহিল—ঘুমোনো হবে না মোটেই। তাসের প্যাকেটটা এনেচো তো?

—নিশ্চয়।

কেশব কহিল—এসো, ব্রে খেলা যাক। Exciting game! ঘুম চোখ ছেড়ে দেশ ছেড়ে পালাবে'খন।

অমল কহিল—Good idea!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম পর্ব্ব

ছোট টেবিলের উপর টাইম-পীশ ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিয়া চলিতেছে। রাত্রি প্রায় দুটা বাজে। তাসের বাজি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ইস্কাবনের বিবি যে এমন ত্রাসের সঞ্চার করিতে পারে, যারা ব্রে কখনো খেলে নাই, তারা বুঝিবে না। যারা খেলিয়াছে, তারা জানে ইস্কাবনের বিবি কি উত্তেজনা, কি বিভীষিকার সৃষ্টি করে! একটা বাজি খেলিবার পর নম্বর জুড়িয়া কাহার কত 'টোটাল' হইল লেখা হইতেছে, এমন সময় বাহিরে সহসা দুপ-দাপ শব্দ শুনা গেল।

অনেক লোক একসঙ্গে দ্রুত পায়ে চলিলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি! কেশব তাস গুছাইতেছিল, অনাদি হাত দিয়া ইঙ্গিত করিল। সকলে স্তব্ধ অবিচলিতভাবে বসিল, কাণ খাড়া করিয়া।

না, কোন ভুল নাই। ঘরের বাহিরে দালানে লোক চলিয়াছে। দু'জন নয়, পাঁচজন নয়, দশ-বারো জন লোক —এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত—একবার এদিকে আসি-তেছে, আবার তখনি ফিরিতেছে।

কেশব কহিল—গদাইচন্দরের কারশাজি সুরু হয়েছে···

অনাদি কহিল—করুক যা খুশী—চট করে তাস দাও। উপরি-উপরি আমি বিবি খেয়েছি, তাই, ত্বর সইচে না। তোমাদের ঘাড়ে বিবি না চাপানো ইস্তক স্বস্তি পাচ্ছি না।

কেশব তাস দিবার উপক্রম করিল,ওদিকে নহবৎখানার দিক হইতে তীব্র একটা আর্ত্ত রব উঠিল। প্রবল শত্রুর কবলে পড়িলে মানুষ আঁৎকাইয়া যেরূপ চীৎকার তোলে, তেমনি চীৎকার! চীৎকার উঠিয়া পরক্ষণেই থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এখানে দালানের সে দ্রুত পদধ্বনি একেবারে মিলাইয়া চুপ।

তাস ফেলিয়া কেশব সটান উঠিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে অনাদি ও সুরেশ।

অমল কহিল—কি করবে?

কেশব কহিল—যুদ্ধং দেহি।

অনাদি কহিল—quick!

টর্চ্চগুলা হাতে করিয়া কয়জনে দালানে আসিল। পর-মুহূর্ত্তে কেশব কহিল,—দুজনে যাবো। দুজন থাকো ঘরে। না হলে এদিকে কে লক্ষ্য রাখবে?

অমল কহিল—ঘরে তালা লাগাও।

কেশব কহিল,—বেশ। দুজনে তালা লাগিয়ে পরে এসো। আমরা এগুই। আমি আর অনাদি।

তাহাই হইল। জানা সিঁড়ি! কেশব ও অনাদি টর্চ্চ জ্বালিয়া সিঁড়ির দিকে চলিল।

সিঁড়ির প্রান্তে তখন পায়ের ধ্বনি শুনা গেল। যেন দ্রুত পায়ে কাহারা সরিয়া পড়িতেছে! কেশব কহিল,—কোথায় ভাগ্‌বে চাঁদ? তোমাদের আজ ধরবোই!

সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া সামনে মস্ত দালান। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ইট-কাঠ পড়িয়া আছে বাধার সৃষ্টি করিয়া! পথ সিধা নয়; দালান ঘুরিয়া একটা ঘরের মধ্য দিয়া সদরের দিকে গিয়াছে!

একতলার দালানে আসিবামাত্র দুজনে দেখে, দালানের বাঁকে সাদা কাপড়ে আপাদ-মস্তক ঢাকা কে বেশ ধীরভাবে দেওয়ালের কোণে মিশিতে চলিয়াছে! কোণে পথ নাই, অথচ ও-মূর্ত্তি ঐ কোণে···

মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দুজনে অগ্রসর হইয়া চলিল। দৌড়ানো যায় না—চারিদিকে ইট-কাঠের স্তূপ। ছুটীতে গেলে প্রতি পদে বাধা; ধীরপায়ে চলিত হইল। মূর্ত্তি ধীরে ধীরে দেওয়ালের কোণ ঘেঁষিতেছে—আশ্চর্য্য!

দুজনের দৃষ্টি মূর্ত্তির পানে, আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই

সহসা মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ' বলিয়া আর্ত্ত রব তুলিয়া অনাদি ভূমে পড়িয়া গেল। কেশব ছিল তার পিছনে। চলার তাল সামলাইতে না পারিয়া সেও পর-মুহূর্ত্তে অনাদির ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। কতকগুলা ইট খশিয়া গেল। শব্দ হইল মড়-মড়-মড়।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চের আলো নিবিয়া গেল। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার।

কেশব কিন্তু তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল; ডাকিল,—অনাদি—

অনাদি সাড়া দিল,—উঁ!

কেশব কহিল,—ওঠো।

অনাদি কহিল,—একখানা ভারী কাঠ আমার পায়ের উপর পড়েচে। কাঠখানা সরাও ভাই—বড্ড লাগ্‌চে। নড়বার জো নেই।

কেশব কহিল,—রাশীকৃত ইট-কাঠ,—টর্চ্চটা পাচ্ছি না। কোথায় ছিট্‌কে পড়লো!

অনাদি কহিল,—তুমি তো free? চাপা পড়োনি?

—না।

—তাড়া নেই। আগে টর্চ্চ খোঁজো।

—খোঁজা শক্ত। ইট-কাঠের তলায় যদি ছিটকে গিয়ে থাকে?—কি মিশ্‌কালো অন্ধকার! বাপ্‌রে!

—ভয় করে, যদি সাপখোপ থাকে···

—যা বলেচো! ওদের ডাকো। এখনো কি ঘরে ওদের তালা লাগানো হলো না?···

কেশব ডাকিল সুরেশ···

শূন্য গৃহে সে আহ্বান প্রতিধ্বনি তুলিল—ধীর গম্ভীর ধ্বনি! কেশব আবার ডাকিল,—সুরেশ···

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। চকিতে আলো দেখা গেল এবং সুরেশ, অমল ও তাদের পিছনে আসিয়া দেখা দিল গদাই।

গদাইয়ের হাতে হ্যারিকেন—তার মুখে-চোখে আতঙ্ক মাখানো! গদাইকে দেখিবামাত্র কেশবের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। পাজী! শয়তান! অহেতুক ভয় দেখাইয়া এখন সাধু সাজিয়া দয়া করিতে আসিয়াছ!

আলো লইয়া তারা কাছে আসিল। গদাই কহিল—ঐ চীৎকার শুনে বুঝি ভয় পেয়ে ছিলেন?

কেশব কোনো জবাব দিল না। গদাই কহিল,—আমি বুঝেছিলুম। বুঝেই ছুটে আস্‌চি। এসে দেখি, এঁরা ঘরে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গদাইয়ের হাতে হারিকেন

তালা দিচ্ছেন। তারপর নীচে থেকে গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝলুম, এদিকে একটা-কিছু অনর্থ ঘটেচে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে হ্যারিকেন রাখিয়া কাঠ সরাইতে উদ্যত হইল। একখানা ভাঙ্গা কড়ি-কাঠ; বেশ ভারী। কেশবের ভয় হইল, অনাদি যদি পা ভাঙ্গিয়া থাকে? তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকিবে না! এখান হইতে আজ বাহির হইবার উপায় নাই! অথচ বিশ মাইলের মধ্যে ডাক্তার মিলিবে না! সে একবার ডাকিল, হে ঠাকুর!

ঠাকুর সদয় হইলেন! কাঠ সরাইয়া অনাদিকে টানিয়া বাহির করা হইল। প্রথমটা সে দাঁড়াইতে পারিল না। গদাই দুইহাতে তার পা টানিয়া মলিয়া দিল; তারপর হাত ধরিয়া কহিল,—ভাঙ্গেনি। ছড়ে গেছে। চলুন, চলুন! জোর করে' নাহলে পায়ে এমন ব্যথা হবে যে দু'মাস চলতে পারবেন না।

কয়জনে মিলিয়া অনাদিকে ধরিয়া হাঁটাইল। হাঁটিতে হাঁটিতে তার পায়ের জড়তা কাটিল। অনাদি কহিল—এবার ঠিক হয়েছে।

সামনে দোতলার সিঁড়ি। সেখানে আসিয়া সকলে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। না, কোন শব্দ নাই। চারিদিকে দারুণ স্তব্ধতা। শুধু বাহিরে দু-চারিটা নিশাচর পাখীর

কর্কশ চীৎকার জাগিয়া উঠিতেছে ; আর বহুদূরে কোথায় একটা কুকুর ভীষণ চটিয়া বিরক্তির রব তুলিয়াছে !

গদাই কহিল,—কি হয়েছিল, বলুন তো ?

কেশবের এমন রাগ ধরিল যে ইচ্ছা হইল, প্রকাণ্ড একটি চড় তার গালে কষাইয়া দেয় ! দিয়া বলে—তুমি তা জানো না বটে, রাস্কেল !

কিন্তু গদাধরের পানে চাহিতে সে লক্ষ্য করিল, তার মুখে নির্দ্দোষিতার চিহ্ন পরিস্ফুট !

সুরেশ কহিল—তোমরা দালানে অমন দাপাদাপি সুরু করেছিলে কেন, বলতে পারো বাপু ? আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভয় দেখাবার জন্য ?

গদাই যেন আকাশ হইতে পড়িল ! সে কহিল,—কি বলচেন বাবু ? আমি তো কিছুই জানি না। কর্ত্তার ঘরের দক্ষিণে যে ছোট কুঠরী, আমি সেইখানে পড়ে ঘুমোচ্ছিলুম—বাহিরে ঐ চীৎকার হতে ঘুম ভেঙ্গে গেল ! তখনি হ্যারিকেন জ্বেলে আপনাদের তালাশ নিতে বেরিয়ে এলুম ! এসে দেখি, এঁরা ঘরে তালা লাগাচ্ছেন। তারপর নীচে থেকে এই বাবুটির নাম ধরে কে ডাকলেন। আমি এঁদের সঙ্গে নীচে আসচি !

কেশব কহিল—সত্যি, তুমি কিছু জানো না ?

গদাই কহিল—না। তাছাড়া আপনারা তো সিঁড়ির দিকে এলেন—সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। আমার ঘর সিঁড়ির উল্টো দিকে—কর্ত্তার ঘরের দক্ষিণে। সে ঘরে পরে কি করে যাবো—যদি সিঁড়ি দিয়ে আপনাদের আগে নেমে আসি ?

তবে কি সত্যই গদাই কিছু জানে না ? এ তার ষড়যন্ত্র নয় ?

না হইতে পারে। সে হয়তো তার লোকগুলোকে শিখাইয়া পড়াইয়া সরিয়া বসিয়া আছে—নিজে সাধু সাজিবার জন্য। জানে তো, কর্ত্তা চিরদিনের জন্য বানপ্রস্থ লইয়া গৃহত্যাগ করেন নাই—অচিরে ফিরিবেন। তখন এ ব্যাপারের রিপোর্ট মিলিলে তার চিরদিনের চাকরিটি হাতছাড়া হইতে পারে !

কেশব কহিল—যে যাই করুক, ভয় দেখিয়ে আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমরা শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়বো না। যাও, এ কথা তোমার ভূত-মশায়দের তুমি বুঝিয়ে বলতে পারো।

সুরেশ কহিল—মানুষের ভয়ে ভূত সিঁড়ি বয়ে নীচে পালায় না। উবে যায় ! বুঝলে !

অনাদি কহিল—সে মজাও দেখিয়েচে—ঐ কোণে

সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া একটা মূর্ত্তি দেওয়ালের ফাটল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেদিকে নজর রেখে চলেছিলুম বলে পথের পানে তাকাতে পারিনি! খট্ করে কড়ি-কাঠে পা বেধে তাই পড়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ইট খশে ঝরে পড়লো।

কেশব কহিল,—আজ ডেকে আনো তোমার সব ভূত-মশায়দের—আমরা চারজনে মোহড়া নেবো—দেখবো, তাদের কত বিক্রম! আজ না পারো, কাল সেই অক্ষয় তৃতীয়ার রাত্রি—তোমার কালু সর্দ্দারকে বলো, ঢালী শড়কীওয়ালা নিয়ে ঘূর্ণী ঝড় যত পারে, যেন তোলে! সে ঝড় কেটে চৌচির করে দেবার মত মারণ-অস্ত্র আমরা সঙ্গে এনেচি।...

গদাই একেবারে চুপ! একটি কথা কহিল না।

অমল কহিল—চলো। চারিদিক তো চুপ-চাপ! আমাদের খেলা মিছে মাটী হয় কেন!

অনাদি কহিল, যা বলেচো!...চললুম গদাই বাবু!

গদাই একটা নিশ্বাস ফেলিল—নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, —আমায় দোষী ভেবে অবিচার করলেন, বাবু! সত্যি আমি এর কিছু জানি না!

—যাক, যাক! জানো, না জানো, আমাদের তাতে কিছু এসে যাবে না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনামী চিঠি

সে রাত্রে আর কিছু ঘটিল না ; ঘটিল পরের দিন বেলা প্রায় ন'টায়।

তালা বন্ধ করিয়া চারিজনে বাহির হইয়াছিল বিলে স্নান করিতে। ওদিক হইতে পাঁচু আসিয়া জুটিয়াছিল। এক ঘণ্টা ধরিয়া জলে উপদ্রব তুলিয়া চার বন্ধুতে উঠিয়া নিঝুম পুরীতে আসিল—পাঁচু বাড়ী ফিরিয়া গেল। পাঁচুকে বলিয়া দেওয়া হইল যেন পিশিমা না জানিতে পারেন, তারা এ-বাড়ীতে এ্যাড্‌ভেঞ্চারে আসিয়াছে! পাঁচু বলিল, তাই হইবে। আরো সে বলিয়া গেল, পারে যদি তো ছুটী লইয়া সেও আসিয়া রাত্রে তাদের দলে যোগ দিবে। অক্ষয় তৃতীয়ার রাত্রি—এ রাত্রে কালুর ভৌতিক ক্রীড়া চলিবে। সে লোভ সহজ লোভ নয়—বিশেষ এ বয়সে ছেলেদের কাছে।

গৃহে ফিরিয়া কাপড়-চোপড় বদল করিয়া সকলে দেখে, বিছানায় একখানা ভাঁজ-করা চিঠি পড়িয়া আছে। অনাদি চিঠি খুলিল। চিঠিতে লেখা আছে,—

'—আজ সেই ভয়ঙ্কর রাত। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাও। রাত্রে এ-ত্রিসীমানায় পা দিয়ো না। যে কাণ্ড চলিবে, তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইবে। প্রাণে মারা যাইতে পারো।

কাল রাত্রে তাড়া দিয়া অন্যায় করিয়াছ। এখানকার ভূতগত প্রাণীরা ভারী বিরক্ত হইয়াছে। বন্ধুভাবে উপদেশ দিতেছি! শুনিবে!' ইতি—

ভূতের রোজা।

অনাদি কহিল—গদাইচন্দ্র দেখচি অস্থির হয়ে উঠলো! চিঠি লিখেচে, দ্যাখো।

সকলে চিঠি পড়িল, চিঠি পড়ার পর হাসির তুফান বহিল।

গদাই আসিয়া কহিল—খাওয়া-দাওয়া কি এখানেই হবে?

অনাদি কহিল—না হলে কি দেশে ফিরে খাবো?

গদাই কহিল—চলে গেলেন কি না! তা নিজেরাই তৈরী করবেন? না, আমি রেঁধে দেবো?

সুরেশ কহিল—তোমাকে আর কষ্ট দেবো না। আমরাই রেঁধে নেবো!

—কি রান্না হবে? ব্যবস্থা?

কেশব কহিল,—চাল-ডাল আছে, ডিম জোগাড় করে এনেচি। তুমি শুধু দালানের কোণে তোমার কর্ত্তাবাবুর যে তোলা উনুন রয়েচে, ঐটিতে আগুন দেবার ব্যবস্থা করে দাও—আমরা কৃতার্থ হবো।

গদাই চলিয়া যাইতেছিল—অনাদি খপ্ করিয়া তার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, কহিল—তুমি লিখ্‌তে জানো! খাশা তোমার হাতের লেখা তো—সত্যি!

কথার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য-পাওয়া চিঠিখানি সে গদাইয়ের সামনে মেলিয়া ধরিল! দেখিয়া গদাই অবাক!

অনাদি কহিল—চিঠি লিখলে—লিখলে, কিন্তু হাত সাফাই করে' বন্ধ ঘরের মধ্যে একেবারে পালঙ্কের উপর এ চিঠি কি করে রাখলে, বলো তো?

গদাই নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অনাদি কহিল—ছাড়বো না। তোমাকে বলতেই হবে।

গদাই কহিল—কি তামাসা আপনারা করচেন! আমি এ-সবের কিছু জানি না। ও কার চিঠি? কি লিখেচে?

অনাদি কহিল—রোজার চিঠি। রোজা লিখেচে, আজ রাত্রে নবৎখানায় জলশা হবে, তাতে নিমন্ত্রণ জানিয়েচে।

গদাই কেমন এক-রকম ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে চাহিয়া

রহিল। সে দৃষ্টি দেখিলে মমতা হয়! কেশবের মমতা হইল। সে কহিল,—সত্যি তুমি এ চিঠির কিছু জানোনা?

—না বাবু! দোহাই আপনাদের! কেন মিথ্যা বলবো? কর্ত্তাবাবুর নিমক খাচ্ছি বরাবর—আপনারা তাঁর অতিথ্ হয়ে এখানে এসে রয়েচেন। আমি যদি বিশ্বাস-ঘাতক হবো, তাহলে এ বনে এতকাল কিসের লোভে টেঁকে থাকবো বলুন? কি সুখে?···গায়ে এখনো জোর আছে। লোকালয়ে গেলে সত্যি কি চাকরি মিলবে না?

সে কথা ঠিক! অহেতুক কেন গদাই এমন স্থল-কোলাহল বাধাইবে? বয়স হইয়াছে। তাদের ভয় দেখাইবার জন্য এমন দুশ্চর সাধনা কেন করিবে? অসম্ভব।

তাহা হইলে সত্যই কোনো রহস্য আছে? ভূতের কথা যে বলিতেছে—সত্যই সে ভূত···

অনাদি কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা যাও, তুমি উনুন ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আজ খেয়ে-দয়ে তাস নিয়ে বসবো···

অমল কহিল,—না ভাই, পালা করে' দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। নাহলে রাত্রে যদি জেগে থাকতে অসুবিধা হয়···

—That's a good idea—বলিয়া সুরেশ পালঙে

হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল; কহিল,—আমি এখন থেকে নিদ্রার আয়োজন করি—তোমরা অন্ন পাকাও। অন্ন তৈরী হলে ডেকো—প্রীতিভোজে যোগ দেবো।

গদাই চলিয়া গেল। কেশব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—স্থির অবিচল মূর্ত্তি! তার পর কহিল—চিঠিখানা দেখি।

অনাদি চিঠি দিল। সকলে ভালো করিয়া চিঠি পরীক্ষা করিল। কেশব কহিল—হাতের লেখা বেশ পাকা। চাকরদের হাতের হিজিবিজি লেখা নয়।

অনাদি কহিল—গদাইয়ের হ্যাণ্ড-রাইটিংয়ের কোনো পরীক্ষা আমরা নিইনি!

কেশব কহিল—চিঠি লিখে ধরা পড়বে, এমন মূর্খতা কেউ করবে না! সহরে থাকলে ভাবতুম, সম্ভব। বায়োস্কোপ দেখে দেখে এক্সপ্রেসন-বিদ্যায় ওস্তাদ হয়ে উঠেচে! কিন্তু এ বনদেশে না দ্যাখে এরা বায়োস্কোপ, না থিয়েটার! শিশির ভাদুড়ীও আমেরিকাতে পাড়ি দিয়ে এসেচে—পাণতাড়ায় কখনো এসেচে বলে' শুনিনি।

অনাদি কহিল—যাই বলো, ব্যাপারটা জমে উঠ্‌চে। সব চেয়ে জমাট বাধবে আজ রাত্রে। হয় আমরা ভাগ্যক্রমে দিন বুঝে এখানে এসে পড়েচি, নয়, গদাই

রীতিমত চতুর ফন্দীবাজ—পাঁজি দেখে কালুর ইতিহাস শুনিয়ে গেছে। কি বলো?

কেশব কহিল—আমি এখন কোনো কথা বলতে চাই না—চুপ করে থাকবো—and keep an open mind. কারো প্রতি সন্দেহ পোষণ করলে ঘটনার সময় হয়তো রহস্যের খেই হারিয়ে ফেলবো।

সুরেশ নড়িয়া বসিল, বসিয়া মাথা নাড়িয়া সঝঙ্কারে কহিল—Exactly so! আমারো সেই মত! চিঠি পেয়েচো—চুকে গেছে। তা নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়। গদাই সর্দ্দারকে ও কথা বলে ভালো করিনি। এতে যদি ওর হাত থাকে তো সাবধান হবে; না হয় কোনো উল্টো প্যাঁচ খেলবে!

অমল কহিল,—বেশ। এ সব কথা এখন বন্ধ থাকুক। সুরেশ এখন ঘুমোতে যাও—আমিও ঘুমোবো। স্নান করে অবধি আমার দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আছে। কিন্তু একটা কথা…

কেশব কহিল—কি?

অমল কহিল—আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে গদাইয়ের যেন কোনো যোগ না থাকে। কি জানি, খাবারে

যদি ধুঁতরোর বীচি-টীচি কিছু মিশিয়ে দেয়, আমাদের অচেতন-অজ্ঞান রাখবার জন্য ?

কেশব হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—তুমি ভুলে যাচ্ছ—আমরা জ্যান্ত মানুষ—এখানে এসেচি পাণতাড়ার জঙ্গলে নিঝুম পুরীতে ! দীনেন্দ্র রায়ের ট্রান্‌শ্লেশস-করা মিষ্টার ব্লেকের উপন্যাসের নায়ক আমরা নই !

অমল অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল ; তার পর পালঙে দেহ-ভার বিস্তারিত করিয়া চক্ষু মুদিল। সুরেশও সেই পথ অবলম্বন করিল। জাগিয়া রহিল শুধু কেশব ও অনাদি।

কেশব এনামেলের পাত্র খুলিয়া গোটা কয়েক ডিম ও আলু বাহির করিল ; করিয়া অনাদিকে কহিল—তুমি আলুর খোশা ছাড়াতে পারবে ?

অনাদি কহিল—প্রয়োজন ? খোশা-সমেত সিদ্ধ করো। খোশায় ভিটামিন আছে ! কালু ভূতের সঙ্গে যদি রাত্রে লড়াই করতে হয়—যতটা ভিটামিন শরীরে পুরতে পারি, চেষ্টা করা উচিত নয় কি ?

হাসিয়া কেশব কহিল,—ফাঁকিবাজীর এত বড় পরিচয় পৃথিবীতে বোধ হয় এমন নির্লজ্জভাবে আর কেউ কখনো ছায় নি !

দালানে তোলা উনুনে চাল-ডাল চড়াইয়া কেশব একখানা বিলাতী নভেল খুলিয়া বসিয়াছে ; অনাদি ঘরে বসিয়া তাস লইয়া একা-একা দেখা-বিন্তি খেলিতেছে, সহসা সুরেশ উঠিয়া পড়িল, ডাকিল,—কেশব…

কেশব মুখ তুলিয়া চাহিল ; কহিল,—কেন ?

সুরেশ কহিল—কাল সেই নীচেকার দালানের কোণে সাদা কাপড়-পরা মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল—সে জায়গাটা আজ এগজামিন করবার কথা ছিল না ?

কেশব কহিল—হ্যাঁ।

—চলো ! দেখি।

কেশব কহিল—সে-কথা আমি ভুলিনি। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আজ প্রথম কাজ, বাড়ীখানিকে চারিদিক থেকে তন্ন তন্ন পরীক্ষা। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আমলের না হলেও এ বাড়ী যে অন্ততঃ সিপাহী-বিদ্রোহের আগে তৈরী হয়েচে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তার উপর ডাকাতে বিল ! সে কালে ডাকাতী করে ধরা পড়বার ভয়ে ডাকাতরা বাড়ীর দেওয়ালে-মেঝেয় নানা ভেলকী-বাজীর কায়দায় তক্তা পেতে দোর-জানালা রাখতো ! এখানে রেখেচে কি না সেটুকু দেখতে হবে—এ-বাড়ীর কোথায় কি আছে, জানা চাই।

কেশব কহিল—তুমি কি বলো ?

সুরেশ কহিল—রহস্য আছে।

কেশব কহিল—রহস্য আছে, তা বুঝচি। সে রহস্য কি—ভেবে কোনো হদিশ পেলে ?

সুরেশ কহিল—এই বাড়ীতেই এমন কোনো গুহা-গহ্বর লুকানো আছে, যেখানে হয়তো এই দেড়শো-দুশো বছরের ডাকাতির ধন-রত্ন পোঁতা আছে। আর…

কেশব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

সুরেশ কহিল—আমার মনে হয়, এই জলধি বাবুর পূর্ব্ব-পুরুষরা ছিলেন ডাকাত-দলের সেরা। নাহলে চাকরি-বাকরি নেই, জমিদারী এষ্টেট-পত্রেরও কোন চিহ্ন দেখচি না—সংসারে একা মানুষ হলেও খাওয়া-দাওয়া আছে—তাতে খরচ লাগে! ভূতে মড়ার মাথা আর নোংরা আবর্জ্জনাই বয়ে আনে।' চাল-ডাল তরী-তরকারী বয়ে আনে, এমন কথা কখনো শুনিনি! চাকর গদাই জরগদ্দব ভৃত্য নয়। বিনা-মাহিনায় মনিবের পায়ে তেল মাখিয়ে ভক্তি-ভরে পড়ে থাকবে—তেমন জীব সে নয়! এ-সব খরচ আসে কোথা থেকে? তাই আমার মনে হয়…

কেশব নিবিষ্ট মনে কথাগুলা শুনিল। সুরেশ চুপ করিলে কেশব হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া কহিল—তোমার

কথা শুনে আমি ভবিষ্যৎ-বাণী করচি সুরেশ—অসঙ্কোচ ভবিষ্যৎ-বাণী,—একদিন ইতিহাস-সাহিত্যে কিম্বা কথা-সাহিত্যে তুমি হবে সম্রাট। সকলকে গদিচ্যুত করে তুমি হবে সাহিত্য-ছত্রপতি।

সুরেশ কহিল—ঠাট্টা করতে পারো! কিন্তু আমি কাল থেকে কথাগুলো ভাবচি···

কেশব কহিল—আমি ঠাট্টা করিনি। সত্য বলচি, এ-রহস্য যদি আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে আমরা ভারী গৌরব লাভ করবো, বন্ধু।

সুরেশ কহিল—হাঁড়ির দিকে মন দাও—খিচুড়ীতে ধরা গন্ধ পাচ্ছি।

কেশব তাড়াতাড়ি খিচুড়ীর পাত্রে বড় চামচ চালাইয়া তাহা ঘাটিয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নেশার রেশ

আহারাদি সারিয়া জীর্ণ বাড়ীর ভিতরে-বাহিরে বহু সন্ধান করিয়াও রূপকথার অচিন-পুরীর গোপন কক্ষের মত কোন গোপন কক্ষ বা দ্বার বা রন্ধ্রের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিজেদের কোটরে ফিরিয়া আসিল। অনাদি কহিল, একটু চা পান করা যাক।

চায়ের ব্যবস্থা চলিল। কেশব চুপ করিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল—বাহিরে দূরে ডাকাতে-বিলের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। শুষ্ক কর্দ্দমাক্ত তীরে কয়েকটা সাদা বক শীকারের লোভে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। জলার বুকে কয়েকটা শালুক ফুল ফুটিয়াছে! দূরে কে ঢোল বাজাইতেছে—তার শব্দ বায়ু-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

পাঁচুর কথা মনে পড়িল। আসিবে বলিয়াছিল—আসিল না; বোধ হয়, ঘুমাইতেছে। এখানকার লোক-জন—সহরের কর্ম্মস্রোতের স্পর্শ যারা কখনো পায় নাই,

কোনমতে কাজ সারিতে পারিলে আর-কোন দিকে ফিরিয়া তাকায় না—বসিয়া ঝিমায়! কোনো কাজে তাদের উৎসাহ নাই। মন যেন সারাক্ষণ শ্রান্ত! দুই চোখের সামনে জানা-জগতের যেটুকু আসিয়া পড়ে, সেটুকু দেখিয়াই খুশী থাকে। অজানা জগতের পানে চোখ তুলিয়া চাহিবে, তার কোনো আগ্রহ নাই। এমনি উৎসাহ-হীন অলস নির্জীব বলিয়াই পল্লীর সাধারণ লোক জীবনটাকে উপভোগ করিতে পারে না। কাজের ফাঁকে কাহারো যদি রোখ চাপিল তো পুকুরের পাড়ে ছিপ লইয়া গিয়া বসিল, নয় কোনো গাছতলায় মাদুর বিছাইয়া তাস কি দশ-পঁচিশের ছক পাড়িল। যাদের রক্তের জোর একটু বেশী, তারা পর-চর্চ্চার ঘোঁট পাকাইয়া বিষম দলাদলি-রচনায় মাতিয়ে ওঠে।

এমনি ভাবে পল্লীর 'সাইকলজি'-চর্চ্চায় তার মন যখন তন্ময়, সহসা তখন চোখ পড়িল তেঁতুল গাছগুলার অন্তরালে। দু'হাতে হোগলার ঝোপ-জঙ্গল ঠেলিয়া ক'জন লোক বেশ সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে এই পুরীর দিকে আসিতেছে। পাছে তাহাকে দেখিতে পায়, এজন্য কেশব জানালার সামনে হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। লোকগুলা ঝোপ ঠেলিয়া কাঁটা বাঁচাইয়া সাবধানে অগ্রসর হইতেছে। বেশ জুয়ান শরীর। পাঁচজন—না, সাত। না, বারোজন লোক।

কারা ? কেন এখানে আসে ?

সারা দেহ ছম্‌-ছম্‌ করিয়া উঠিল। উদ্দেশ্য সাধু নয়, নিশ্চয় ! সাধু উদ্দেশ্য থাকিলে গতি অমন চোরের মত সতর্ক হইত না। কি উদ্দেশ্য আসে ?

গদাধরের সঙ্গে ষড় আছে ? চুরির ? ডাকাতির ?

তাদের কিছু চুরি করিবে—তা নয়। হয়তো জলধি বাবুর টাকা-কড়ি লুণ্ঠন করিবার ব্যবস্থা আছে।

তার গা কাঁপিল। জলধি বাবুর টাকা-কড়ি আছে নিশ্চয়। বাহিরে নিঃস্ব বলিয়া যে কাহিনী রটিয়া থাকুক— জলধিবাবু এখানকার মাটী কামড়াইয়া শুধু শুধু পড়িয়া নাই ! তাঁর চেহারাখানিও বেশ মোলায়েম, নধর। দারিদ্র বা অভাবের তাড়না থাকিলে মানুষের শরীরের বাঁধন এমন মজবুত্‌ থাকে না !

তাই গদাই সুযোগ বুঝিয়া সংবাদ দিয়াছে ! অক্ষয় তৃতীয়ার রাত্রে হয়তো ভূত প্রেতের উপদ্রবের কাহিনী রটাইবার মূলে এই অভিসন্ধিই আছে ! নহিলে তাদের তাড়াইবার জন্য এতখানি আগ্রহ হইত না ! পড়ো ভাঙ্গা বাড়ীতে কেহ আসিয়া থাকিতে চাহিলে নিজেদের নিঃসঙ্গতা ঘুচাইবার জন্যও লোকে কেমন অতিথিকে সাদরে বরণ করিয়া লয় ! আর এক্ষেত্রে…

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঝোপ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে

তারা যেন গদাইদের পাকা ধানে মই দিতে আসিয়াছে—এমনি ভাব !···

কেশব ফিরিল; ফিরিয়া মৃদু স্বরে ডাকিল,—অনাদি···

অনাদি কহিল—কেন ?

—এসে দেখে যাও !

—কি ?

—চুপি-চুপি এসো ! জানলার সামনে দাঁড়িয়ো না—পাশ থেকে দাঁড়িয়ে দ্যাখো···

সকলে কেশবের কথায় জানালার পিছনে—সতর্কে, অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল—বাহিরে বনের পানে চাহিয়া দেখিল। কেশব কহিল,—দেখচো ?

—কি ?

—কটা লোক···

—হ্যাঁ।

—এই দিকে আসচে।

—হ্যাঁ।

—বেশ জুয়ান শরীর।

—হ্যাঁ।

—এরাই আজকের রাত্রে কালুর দলে ঘূর্ণী হাওয়া

—কি করে জানলে ?

—অনুমান। তা যদি না হবে, হঠাৎ এখানে ফলারের নেমন্তন্ন হয়নি,—ওরা আসবে কেন ?

—কিন্তু নিরস্ত্র।

—এ নবাবী আমল নয় Arms Act-এর যুগ। অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাবে যে আনবে ! তাছাড়া অস্ত্র ছোড়ায় তাগ-বাগ আছে। সে তাগ-বাগ শিখতে হয়।

কথা চলিতেছিল এক পক্ষে অনাদি ও সুরেশ—এই দুই জনে ; অমল ছিল নীরব শ্রোতা। এখন অমল এ-বাক্য-স্রোতে বাধা দিল, দিয়া কহিল—কে জানে, হয়তো লাঠি-সোটা এখানে মজুৎ আছে। সময় হলে বার করবে।

কেশব কহিল—অসম্ভব নয়।

অমল কহিল—তাহলে আমাদের উচিত, প্রস্তুত হওয়া !

সুরেশ কহিল—কি ভাবে প্রস্তুত হবো ? গাছ কাটবো ? কাটিয়ে তা দিয়ে অস্ত্র তৈরী করবো ?

অমল কহিল—হাসির কথা নয়। সত্যই যদি একটা দাঙ্গা বাধায় ?

কেশব কহিল—গায়ে পড়ে দাঙ্গা বাধাবে না। ওরা আসচে ভিন্ন মতলবে। আমরা শত্রু নই। তবে হবো, যদি ওদের অভিসন্ধিতে বাধা দিই !

অমল কহিল—তার মানে ?

কেশব কহিল—একজন কেউ যাও ভাই পাঁচুদার সন্ধানে। সে হলো এখানকার লোক। এখানকার হাল-চাল জানে—মানুষ-জনকেও জানে। সে থাকলে একটু বেশী বল পাবো!

অমল কহিল—কিন্তু ওদের কি অভিসন্ধি, তা তো আমরা জানি না। সুতরাং ভয় কি ?

কেশব কহিল—এবার এগ্‌জামিনে তুমি ফেল হবে, অমল। তোমার বুদ্ধি এখনো খোলেনি!

অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কেশবের পানে চাহিয়া রহিল। কেশব কহিল—আজ রাত্রে কালু সর্দ্দারের ঘুর্ণী-হাওয়ার মাতনের কথা শুনেচো তো ?

—শুনেচি।

—তারি জোগাড় চলেছে। হয়তো নিছক খেলা—আমাদের সামনে ভূতের প্যাঁচ নিয়ে বড়াই করেচে। সে বড়াই বজায় রাখতে চায়। না হয় কোনো অভিসন্ধি আগে থেকে ঠিক করা ছিল, আমরা আসার দরুণ যদি ব্যাঘাত ঘটে—তাই আমাদের তাড়াবার উদ্দেশ্যে এই ভৌতিক কাহিনী রচনা করেচে!

এমনি কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সহসা সিঁড়িতে জুতার শব্দ

শুনা গেল। কে উপরে আসিতেছে। সকলে ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিল।

যে ব্যক্তি আসিল, সে পাঁচু। পাঁচু কহিল—ছুটী মিলেচে। আজ রাত্রে এইখানেই থাকবো। দেখা যাক, ভূতুড়ে ঘূর্ণী হাওয়াটা কি বস্তু!

কেশব কহিল—আস্তে কথা কও পাঁচু দা।...

পাঁচু কহিল—কেন?

কেশব কহিল—দেখে যাও।

পাঁচুকে জানালার কাছে আনিয়া নীচে বন-ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কেশব কহিল,—ও লোকগুলিকে দেখচো?

—দেখচি।

—ওদের চেনো?

পাঁচু লক্ষ্য করিয়া দেখিল; দেখিয়া কহিল—একজন তো দেখচি, ছিরু। বাকীগুলোকে চিনি না।

কেশব কহিল—ছিরুটী কে?

পাঁচু কহিল—নাম শ্রীচরণ। চাষবাস করে।

কেশব কহিল—এখানে হঠাৎ কেন আসে?

পাঁচু কহিল—জলধিবাবুর রেয়ৎ। আশে পাশে

যত ক্ষেত বা মাঠ আছে, এ-সব, জলধিবাবুর সম্পত্তি! কজনইবা রেয়ৎ আছে!

অমল যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে কহিল—এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায় তোমরা এমন মাতাল হয়েচো যে দড়ি দেখলে বলবে, সাপ!

কেশব কহিল—মন এমন ঝেঁজে উঠেচে যে ভাবচি, দড়িগুলো সাপ হয়ে ফণা উঁচিয়ে তেড়ে আস্থক! আমরা দেখে নিই!

অমল কহিল—তুমি পাগল।

পাঁচু কহিল,—চায়ের জোগাড় হচ্ছে! বাঃ! আমাকেও এক পেয়ালা দিয়ো।

অনাদি কহিল—নিশ্চয়। আপনাকে দেবো সকলের আগে—আপনি অতিথি!

কেশব কহিল—কালকের কথা তো তোমাকে বলেচি পাঁচুদা—আজ স্নান করে ফিরে দেখি, বিছানায় পড়ে আছে এই চিঠি।

চিঠিখানা কেশব পাঁচুর হাতে দিল! পাঁচু চিঠি পড়িল; পড়িয়া প্রশ্ন করিল,—এ চিঠি কে দিলে?

—বিছানায় পড়ে ছিল।

—বিছানায় কে রাখলে, জানো না?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—না। ঘর তালা বন্ধ করে আমরা বেরিয়ে ছিলুম।

পাঁচু ঘরের চারিদিকে চাহিল। কেশব সে চাহনির অর্থ বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—দালানের দিক থেকে এ চিঠি ছুড়ে কেউ বিছানায় ফেলতে পারে না। দালানের দিকে জানালা নেই। সব জানালা বাইরের দিকে। একটা জানালার একটু দূরে ঐ কাঁঠাল গাছ। চিঠি যে দিয়েচে, ঐখান থেকে তাহলে দিয়েচে। তা দিলেও বাহাদুরি আছে। এক টুকরো কাগজ—এমন জোরে ওখান থেকে ছুড়ে বিছানায় ফেলা—ওস্তাদ ছাড়া যে-সে লোকের কাজ নয়! করতে পারে না।

পাঁচুর বিস্ময় তখনো কাটে নাই। সে একাগ্র দৃষ্টিতে জানালার পানে চাহিয়া ছিল; দ্বারের সম্মুখ হইতে গদাই ডাকিল—শুনেচেন বাবুরা ?

দৃষ্টির ইঙ্গিতে সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া কেশব কহিল—কি খপর গদাইচন্দর ?

গদাই কহিল—কজন রেয়ৎ খাজনা নিয়ে এসেচে। কর্ত্তা তো নেই। আমি চেক-মুড়ির খাতা এনেচি। এই টাকা কটা জমা করে ওদের যদি রসিদ লিখে ছ্যান···

কেশব নিথর দৃষ্টিতে গদাইয়ের পানে চাহিল। গদাই

তখন পিছনে চাহিয়া কাহাকে বলিতেছে,—কৈ গো, দাও ! তোমার তো সাত টাকা চার আনা ! এনেচো একখানা দশ টাকার নোট—আমি এখন ভাঙ্গানি দিই কোথা থেকে, বলো দিকিনি ?

গদাই নোট লইয়া কেশবের হাতে চেক-মুড়ির খাতা দিল। খাতা লইয়া কেশব কহিল—বলো, কি নামে লিখবো ? টাকা কোথায় ?

গদাই কহিল—একে একে বলচি···

টাকা গণিয়া লইয়া গদাই নাম বলিল—বারো জনের নাম। এ নামের মধ্যে পাঁচুর সহিত কথিত শ্রীচরণ বিশ্বাসের নামও পাওয়া গেল।

কেশবের হাসি যা পাইল। এঃ ! ইহারা রেয়ৎ ! রাত্রের ঘূর্ণী হাওয়া নাটকের অভিনেতা নয় ! অমল ঠিক কথা বলিয়াছে, এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায় সে ক্ষেপিয়া গিয়াছে !

রসিদ লিখাইয়া সে রসিদ তাহাদের হাতে দিয়া গদাই কহিল—টাকাগুলো আপনারা রাখবেন? কর্ত্তা এখানে নেই।

কেশব কহিল—না বাপু, আমরা তো তোমার মনিবের ট্রাষ্টী নই—উকিলও নই যে টাকার দায় হাতে করবো ! তিনি তা বলে যান নি। ও তুমি রাখো—রসিদে লিখে দিয়েচি, গুজরৎ গদাইচন্দ্র দাস।

গদাই হাসিল ; হাসিয়া কহিল—আমি দাস নই বাবু—আমার পদবী হলো ঘোষ। জাতে আমি গোয়ালা।

—ও! তাহলে রসিদগুলো…

হাসিয়া গদাই কহিল—থাক্‌গে। চাকর-মানুষের দাস-ঘোষে কিছু এসে যাবে না। খাজনা-পত্র আমিও কতক কতক আদায় করি কি না! কর্ত্তাবাবু বিল লিখে দেন—আমি গিয়ে আদায় করে আনি।

সেই রেয়ৎ-দলকে লইয়া গদাই বিদায় গ্রহণ করিল।

কেশব কহিল—Too tired. এবারে সত্যি আমি একটু গড়িয়ে নেবো। তোমার কোনো আপত্তি নেই পাঁচু দা?

পাঁচু কহিল—না। আমরা ততক্ষণ তাস খেলি। কি বলেন অনাদি বাবু?

—বেশ কথা।

নবম পরিচ্ছেদ

পুরানো লেখা

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাঁচু গিয়াছিল বাহিরে ; ফিরিল সন্ধ্যার ঠিক পরক্ষণে। পাঁচু কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিল। কেশবরা বসিয়াছিল ঠাকুর দালানের তক্তাপোষে।

পাঁচু আসিয়া কহিল—একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলুম।

—কি ?

পাঁচু কহিল—গদাই ভৃত্য—তার সঙ্গে আরো কজন লোক কটা বাক্স বয়ে বিলের ওদিকে গেল।

—কখন দেখলে ?

যাবার সময়।

কেশব যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, কহিল—অন্যায় করচো পাঁচুদা ! তখনি যদি খপর দিতে।

—কেন ?

—নিশ্চয় কোনো মতলব আছে ! এ সন্দেহটুকু মন থেকে কোনোমতে আমি হঠাতে পারচি না !—

অনাদি কহিল,—এখনো সে ফেরেনি

নবম পরিচ্ছেদ

বাক্স বয়ে বিলের ওদিকে গেল

কেশব কহিল,—ডাকবো ?

—ডাকো !

কেশব ডাকিল,—গদাই—গদাই !

সাড়া নাই। সাড়া কখনো মেলে না। ডাকের পর ডাক চলিতে থাকে—তাহার মধ্যে গদাই নিঃশব্দে আসিয়া দেখা দেয়।

এবারে কিন্তু গদাই আসিল না। পাঁচু কহিল—কোথায় তার ঘর ?

কেশব কহিল,—বলে তো ঐ রান্নাঘরের সামনে। দেখি, ওখানে বসে সকলে গজগজ করচে।

সকলে মিলিয়া রান্নাঘরের দিকে আসিল। দাওয়ায় কে একজন লোক আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। কেশব তাকে খোঁচা দিল, দিয়া ডাকিল,—কে তুই ?

আবরণ খুলিয়া লোকটা উঠিয়া বসিল। ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ মুর্ত্তি। কেশব কহিল—তুই কে ?

সে বলিল—বলাই।

—বলাই আবার কে ?

—গদাইয়ের ভাই।

—এখানে কেন ?

—বড্ড জ্বর হয়েচে। কাঁপন লেগেচে।

—গদাই কোথা গেল ?

—জানি না। বলিয়া বলাই আবার শুইয়া পড়িল।

কেশব কহিল—জানিস না কি! নিশ্চয় জানিস। বল্। বলতেই হবে।

লোকটা আবার উঠিয়া বসিল। কেশব তার মুখে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কহিল—তোর জ্বর নয়—মিথ্যা কথা।

লোকটা জবাব দিল না। কেশব কহিল—বাবু বাড়ী নেই—তোরা জড়ো হয়েচিস চুরির মতলবে!

লোকটা তবু নীরব। কেশবের সন্দেহ বাড়িল। সে কহিল—বল্ বলচি, কেন এখানে এসেচিস! নাহলে পুলিসে দেবো।

বলাই এবারও কথা কহিল না। কেশব তার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিল' টানিয়া কহিল,—ঘয়ে চাবি বন্ধ করে তোকে রাখবো—বল্, বলচি।

বলাই কহিল—আজ্ঞে, আমি জানি না।

—তুই এলি কখন? তোকে এ বাড়ীতে তো দেখিনি।

বলাই কহিল—আমি আজ এসেচি। অসুখ করেচে, তাই এসেচি।

—বাক্স নিয়ে গদাই কোথায় গেছে—বল্। পুলিশে খপর দিয়েছি। পুলিশ এলে কারো রক্ষা থাকবে না তা ব'লে দিচ্ছি কিন্তু।

বলাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সটান্ শুইয়া পড়িল; শুইয়া আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিল।

অনাদি কহিল—Most unwise step.

কেশব কহিল—গদাইকে আমি খুঁজে বার করতে চাই। তোমরা এখানে হুঁশিয়ার থাকো।···তুমি আসবে পাঁচু দা?

পাঁচু কহিল—চলো।

ছুটা টর্চ্চ ও লাঠী লইয়া ছুজনে বাহির হইল। কতকগুলা লাঠী আজ আবার পাঁচুর দৌলতে সংগৃহীত হইয়াছে।

নহবৎখানার কাছে একটা লণ্ঠনের আলো না? একটা ঝোপের পিছনে! ছুজনে তাহা দেখিল; দেখিয়া যতখানি দ্রুত আসা যায়, নিঃশব্দে ছুজনে আসিল। আলো এখনো আছে—আলোর সামনে একটা বাক্স।

টর্চ্চ মেলিয়া ধরিতে খস্‌খস্ শব্দে ছু-তিনজন লোক উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন অদৃশ্য—আলো ও সেই সঙ্গে।

কেশব ও পাঁচু সেখানে আসিয়া দেখে, বাক্স নাই—তবে পড়িয়া আছে একখানা বড় কাগজ। ভাঁজ করা।

কাগজখানা পাঁচু হাতে লইল। বহুকালের পুরানো কাগজ —বিবর্ণ মলিন।

ঝোপ হইতে সরিয়া নির্জ্জন পথে আসিয়া টর্চ্চের আলোয় কাগজখানা মেলিয়া দুজনে দেখে, সেকেলে হাতের অক্ষরে প্রায়-অস্পষ্ট কালির রেখায় কয় ছত্র কি লেখা আছে। বাঙলা অক্ষর। কোষ্ঠী বা পুঁথি যেমন হস্তাক্ষরে লিখিত দেখা যায়, এ হস্তাক্ষর তাহারই অনুরূপ।

পাঁচু কহিল—পড়ো তো—কি কথা লেখা আছে। ঐ যে বাক্স দেখলে—গদাইয়ের হাতে ঠিক অমনি বাক্স আমি দেখেচি।

ক্ষুব্ধ আক্রোশে কেশব কহিল—পাজী! শয়তান! ওর অসাধ্য কাজ নেই!

পাঁচু কহিল—এইখানে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ার চেয়ে বাড়ী গিয়ে পড়া ভালো। কেননা যে-ভাবে এ কাগজ পাওয়া গেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে, দারুণ একটা দুরভিসন্ধি চলেছে···

কেশব কহিল—চলো, তাহলে বাড়ীতেই ফেরা যাক। তুমি এসে আরো ভালো হয়েছে, পাঁচুদা। হাজার হোক, এখানে আমরা একদল নতুন লোক। আনাড়ি হলে যেমন বোকা বনতে হয়, অনেক সময় সেই দশা ঘটতে

পারে। আজ বেশ যুদ্ধ চলবে। যদি চলে, তবে চালাকি হবে তাতে প্রধান অস্ত্র।

দুজনে ঠাকুর-দালানে আসিল। আসিয়া দেখে, অমল ও সুরেশ বসিয়া আছে। অনাদি নাই। কোথায় গেল ?

সুরেশ কহিল—তোমরা চলে যাবার পর সেই ম্যালেরিয়া-রোগীটা চুপে চুপে সরে পড়ছিল—তা দেখে অনাদি তাকে ধরে সেই চাদর দিয়েই তার হাত-পা বেঁধেচে ; বেঁধে তাকে দোতলায় নিয়ে গেছে। আমরাও ধরাধরি করে সাহায্য করেচি। দোতলার ঘরের সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাকে ফেলে রেখেচি। সে তার চৌকিদারী করচে। আমরা নীচে এসে বসলুম—যদি এদিকে কোনো সঙ্কেত অভিনয় ইতিমধ্যে চলে, তাই দেখবার জন্য। তোমাদের খপর কি ?

কেশব কহিল—রাত্রের জন্য মেঘ জমচে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ সত্যই গুরুগম্ভীর হুঙ্কার তুলিল। আকস্মিক মেঘ-গর্জ্জনে সকলে চমকিয়া উঠিল। পাঁচু কহিল,—এখানে মেঘ, আকাশেও মেঘ ! মহা প্রলয় বাঁধবে, দেখচি।

কেশব কহিল—একটা জিনিষ আজ আবিষ্কার করেচি।

জলধি বাবুর একটা বন্দুক আছে। শোবার ঘরে যে বড় আলমারি—তার মাথায়।

—কার্টরিজ ?

—আছে। আলমারির মাথাতেই। তবে বন্দুক অকেজো হয়ে আছে কিনা, সে পরীক্ষা এখনো হয়নি।

—দেখা উচিত।…

—দেখবো ?

সুরেশ কহিল,—তোমাদের খপর বলো।

পাঁচু কহিল—সেই বাক্স ঐ নবৎখানার কাছে ঝোপে বসে খুলছিল! আমরা যেতে টের পেয়ে পালালো। পালাবার সময় এই কাগজখানা ফেলে গেছে।

—ও কাগজে কি আছে ?

—এখনো দেখিনি। এবারে দেখবো…

ভাঁজ খুলিয়া কাগজের লিখন পড়া হইল। বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার হইল। কাগজে লেখা আছে—

ঘাসি—গোর—আমগাছ—আটহাত—উত্তর শেঠ বাড়ীর হীরা চুনি পান্নার বাক্স। দক্ষিণে দশ হাত দূরে নবাবী মোহরের বস্তা—গোরের মধ্যে মুক্তার মালা—সাত নর—কুচি পাথর—পাঁচশো আকবরী মোহর—তুশো—:

তারপর আরো কয়টা লাইন। সেগুলা একেবারে উঠিয়া মুছিয়া গিয়াছে। শেষ ছত্রেরও পাঠোদ্ধার হইল--বহুকষ্টে; একটা নাম,—মানগোবিন্দ রায় খান্ খানান্ বাহাদুর।

দেখিয়া সকলের চোখ হইল বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

কেশব কহিল—এখন ব্যাপার বুঝেচি। গদাই হয়তো ঐ বাক্সটি কোনো ফিকিরে আত্মসাৎ করেচে। কিন্তু এ-সব জিনিষ নেবার সুবিধে পায়নি। জলধিবাবু সারাক্ষণ বাড়ীতে হাজির থাকতেন। এখন তিনি নেই। মস্ত সুযোগ। বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত মিটিং বসিয়ে দিয়েছে। কাল যখন আমরা এলুম,তখন সে মিটিং কি ভাবেই না ছত্রভঙ্গ হলো। আমাদের তাড়াবার জন্য গদাইয়ের কি চেষ্টা···এখন ব্যাপার বুঝচি।

পাঁচু কহিল—দ্যাখো, সে বাক্সর মধ্যে আরো অনেক কাগজ আছে। তাতে আরো কত হদিস মিলবে। কোনমতে একখানা মাত্র কাগজ আমাদের হাতে ছিট্‌কে এসেচে; এতেই এই।

কেশব বলিল—তা বটে। না, গদাইকে ছাড়া হবে না। সারা বাড়ী আজ রাত্রে আমরা চৌকী দেবো। যা কিছু থাকবার, তা আছে এই বাড়ীতে, না হয়, এইবাড়ীর কাছাকাছি জমিতে।

পাঁচু কহিল,—দাঁড়াও—রান্নাঘরের কাছে দেখেছি, একরাশ খুঁটি পড়ে আছে। তাতে মশাল তৈরী করি।—কিন্তু ন্যাকড়া চাই—ন্যাকড়া—অনেক…

কেশব কহিল—আমাদের চারজনের বিছানার চাদর আছে—সেই চাদর ছিঁড়ে…

পাঁচু কহিল—বেশ। কিন্তু তেল?

কেশব কহিল—আছে। আমাদের কাছে আছে—তখন গিয়ে রান্নাঘরের ওখানে কেরোসিনের টিন দেখেছি। এসো পাঁচুদা।

পাঁচু কহিল,—আমি মশাল তৈরী করচি। তুমি গিয়ে অনাদিকে এ কাগজ দেখাও।

—যা বলোচো। আর সেই সঙ্গে অমনি গদাই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা চাই।

দশম পরিচ্ছেদ

জল-তরঙ্গ

মশাল হাতে পাহারাদারী করিতে গিয়া বুক যেন দশ হাত হইল। মনে হইতে লাগিল, যেন সেকেন্দর শাহের মত দিগ্বিজয় করিতে চলিয়াছে! অমলের মনে একটু ছমছমানি লাগিয়াছিল। মশাল ধরিয়া চৌকীদারী করিতে দাঁড়াইয়া তার বুকও দুর্জ্জয় সাহসে ফুলিয়া উঠিল।

তাই হয়। সংসারের নিয়ম তাই। ভয়ে আপনাকে যত সঙ্কুচিত করিবে, ততই কাঁপিয়া অচেতন হইয়া মরিয়া থাকিবে! জোর করিয়া মনে সাহস আনো, দেখিবে, কি অজস্র প্রচুর শক্তি তোমার ঐ ছোট বুকে সঞ্চিত আছে! নিজের সে শক্তি দেখিয়া নিজেই চমকিত হইবে!

ঘড়িতে দশটা বাজিয়াছে! আহারাদির কথা কাহারো মনে নাই। সেই ডাকাতে বিল হইতে বাড়ীর দোতলার ঘর পর্য্যন্ত একটানে মশাল লইয়া পাহারাদারী চলিয়াছে। আকাশে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে মেঘ সঞ্চার হইতেছিল, দু-চারিবার দামামা-নাদে সে সংবাদ পৃথিবীতে বিজ্ঞাপিত করিয়া, সে-মেঘ আকাশের গায়ে কোথায় মিলাইয়া বিশ্রাম লইয়াছে! বুঝি মর্ত্ত্যলোকে এই কিশোর অভিমন্যুদের সাহস-গরিমা দেখিয়া নক্ষত্রদের সে দৃশ্য দেখাইবার জন্য আকাশময় আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে!
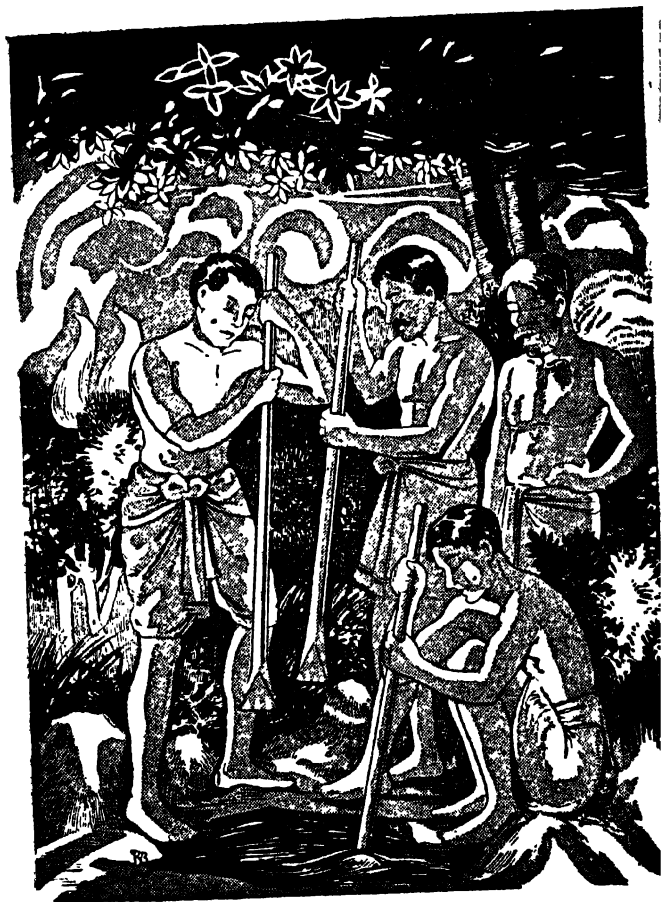
শাবল দিয়ে মাটী খুঁড়চে

পাঁচু মশাল হাতে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল, অনাদি ছুটিয়া আসিয়া কহিল—সন্ধান পেয়েচি।

—কাদের ?

—বিলের পশ্চিম-কোণে একদল লোক জড়ো হয়েচে। মাটী খুঁড়চে।

—কি করে দেখলে ?

—মশাল নামিয়ে ঝোপে রেখে চারিধারে চেয়ে দেখছিলুম। জ্যোৎস্নায় দেখলুম, কতকগুলো ছায়ার মত মূর্ত্তি ঐ পথে চলেছে। মশাল নিবিয়ে ফেললুম। পাছে ওরা টের পায়। সকলকে তাই খপর দিতে এলুম।

পাঁচু করিল—তাহলেও এদিক থেকে সকলের সরে যাওয়া ঠিক হবে না। বিশেষ এই নরৎখানা ! এইখানেই তো ওদের full strength খেলা দেখাবে—কথা আছে।

—সে তো রাত ছুটো নাগাদ !

পাঁচু কহিল—আমার মনে হয়, এ-জায়গায় কিছু আছে। নাহলে এ জায়গায় বসে ওরা বাক্স খুলবে কেন ? আর গদাই যা বলেচে, তা এই নবৎখানার কাহিনী !

অনাদি কহিল,—বেশ, এখানে নজর রাখবার ব্যবস্থা করে আমরা ছুজনে বিলের দিকে যাই।

পাঁচু কহিল—কেশবকে বলি। তুমি মশাল জ্বেলে এইখানে দাঁড়াও।

দশম পরিচ্ছেদ

অনাদির মশাল জ্বালিয়া পাঁচু গেল কেশবকে খবর দিতে।

কেশব দোতলায় একটা জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আছে—হাতের মশাল নিবানো।

পাঁচু তাকে বিলের সংবাদ দিল। শুনিয়া কেশব কহিল—বন্দুকটা তাহলে সঙ্গে নিই।

পাঁচু কহিল—অনাদিবাবু বন্দুক ছুড়তে পারবেন?

কেশব কহিল—অনাদি পারবে না—কখনো তো প্রাক্‌টিশ করেনি। তবে আমার কিছু কিছু অভ্যাস আছে।

পাঁচু কহিল—তাহলে তুমি আর আমি দুজনে যাবো। ওরা এদিকে চৌকি দেবে। গদাইয়ের ভাইটা কোথায়?

কেশব কহিল—তাকে ঐ গদাইয়ের কুঠরীতে পুরে চাবি বন্ধ করে রেখেছি। গদাই চাবি-তালা ফেলে গিয়ে ভারী উপকার করেচে।

কেশব বন্দুক লইয়া পাঁচুর সঙ্গে বাহিরে আসিল। মশাল জ্বালা চলিল না। আকাশে ফালি চাঁদ—মৃদু জ্যোস্না বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। দুজনে যথাসম্ভব ঝোপ-ঝাপের আড়াল দিয়া বিলের দিকে চলিল—খুব সতর্ক পায়ে—নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া—

ঐ সে জায়গা ! ছুটা ঝোপের পর ! কারা চাপা গলায় কথা করিতেছে। পাঁচু কেশবের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল,—দাঁড়াও।

কেশব দাঁড়াইল। দুজনে উৎকর্ণ।

ওদিকে চাপা গলায় কথা চলিয়াছে—পেলে ?

তার পর চুপ ! ··আবার কথা ফুটিল—জোরে শাবল মারো। এত-বড় গুহা ! চারজনে নেমেচো ! তবু—

মাটীর নীচে কঠিন পাথরে শাবলের ঘা পড়িতেছিল··· উপরের মাটী সে আঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে !

সহসা নীচে হইতে আর্ত্তরব উঠিল,—জল—জল—

উপর হইতে লোকটা কহিল—জল কি রে ?

কেশব ও পাঁচু অগ্রসর হইল। ঐ যে—লোকটা একা আছে !

কেশব আর পাঁচু লাফ দিয়া একেবারে তার ঘাড়ে পড়িল—তাকে চাপিয়া ধরিল। সে ভয়ে পড়িয়া গেল। তার কাঁধে ছিল একটা গামছা। গামছাখানা তার গলায় লট্‌কাইয়া কেশব তাকে টানিয়া খানিকটা দূরে আনিয়া ফেলিল। পাঁচু কহিল—কি খপর ?

প্রশ্ন করিয়া সে গহ্বরের মুখে কর্ণ পাতিয়া দাঁড়াইল। এ কি ! পথের মধ্যে তীব্র জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ! টর্চ্চের

আলো সে ফেলিল গহ্বরের মুখে ; ফেলিবামাত্র দেখে, ফুলিয়া ফুঁশিয়া মত্ত জলোচ্ছ্বাস উর্দ্ধে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে !

পাঁচু ছুটিয়া আসিল কেশবের কাছে ; ডাকিল—ওহে—

কেশব তখন সে লোকটার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে ! পাঁচু কহিল—নীচে যে সর্ব্বনেশে ব্যাপার ! মাটীর ধ্বশ্ ভেঙ্গে জল উঠছে ফুঁশে ফুলে,—এখানে থাকা নিরাপদ নয় !

লোকটা তখন কেশবের বাহু-গ্রাসে থাকিয়াই আর্ত্ত-রব তুলিল,—মাপ করো বাবা—আর এমন কাজ করবো না। আমার দু-দুটো ছেলে আর ভাই—ঐ জলে বুঝি ডুবে মলো !

কেশব কহিল—তোকে ঐ গর্ত্তর মধ্যে ফেলে দেবো। পাজী শয়তান !···

লোকটা সত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—তার মিনতি আর থামিতে চায় না ! নিরস্ত্র ! কেশব কহিল,—আমাদের সঙ্গে আয় ! পালাবার চেষ্টা করবি তো···দেখচিস, হাতে বন্দুক ! একটি গুলি ! ব্যস—সাফ হয়ে যাবি !

সে কহিল—না, না, পালাবো না। কিন্তু জল—জল—আমার ছেলে দুটো ওর মধ্যে আছে !

পাঁচু তাড়াতাড়ি মশাল দুটা জ্বালিয়া লইল ; তারপর মশালের আলোয় গহ্বরের পানে চাহিয়া দেখে,—ধ্বশ্ ভাঙ্গিয়া গহ্বর মধ্যে মাটী খশিয়া পড়িতেছে—গহ্বরের মধ্যে জলের মস্ত কলরোল !

লোকটা সকাতর ক্রন্দনে কহিল—আমার পাপে ছেলে দুটো গেল, বাবু ! আমার আর কেন বেঁচে থাকা ! ছেড়ে দিন বাবু—আমাকে মরতে দিন।

সে-গহ্বরে সেও ঝাঁপাইতে চায়। কেশব ও পাঁচু তাকে নিবৃত্ত করিল—নিবৃত্ত করিয়া সবলে তাকে টানিয়া একেবারে সেই নিঝুম পুরীর সিংহ-দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা মাথায় হাত দিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল।

কেশব কহিল—ব্যাপার কি, বল্…তোর নামই বা কি ? এখানে এসে জুটলি কোত্থেকে ?

লোকটা কহিল, তার পূর্ব্বপুরুষ ছিল খোট্টা। একশো বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিল চাকরির চেষ্টায়। চাকরি মিলিয়াছিল ডাকাতের দলে। বহুৎ টাকা কামাইত। তারপর ডাকাতের দল একদিন সাবাড় হইয়া গেল। তারা দুঃখে-কষ্টে দিন কাটায়। তবে ডাকাতীর আমোলের বহু টাকা, মণি-রত্ন, মোহর এই বিলের আশে-পাশে নানা

জায়গায় পোঁতা আছে—এ-সংবাদ পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছে। ঐ যে বাড়ী! ও-বাড়ীর সাবেকী একজন কর্ত্তা মাটী খুঁড়িয়া অনেক টাকা বাহির করিয়া লন; কিন্তু সে টাকা ভোগে আসে নাই। মরিয়া হাজিয়া বংশটা একেবারে চরম জীর্ণতায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেজন্য এখন যিনি কর্ত্তা—এঁর ঠাকুর্দ্দা বলিয়া যান—খবর্দ্দার, ডাকাতির ধন কেহ যেন মাটী খুঁড়িয়া লইবার চেষ্টা না করে। এ বাড়ীতে বসিয়া যদি খায়, তবে তার উপযোগী অর্থ বাড়ীর তোষাখানা-ঘরের মেঝেয় পাইবে। চিরকাল তাহাতে চলিয়া যাইবে। অতি-লোভ কখনো করিবে না। করিলে মরিবে!

গদাই ভৃত্য এ সব সংবাদ জানে। তার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া সকলের পরামর্শ চলিত—চাকরি করিয়া মিথ্যা কষ্ট পাই। এর চেয়ে কোনখানটা খুঁড়িলে যদি দু-চার ঘড়া মোহর পাওয়া যায় তো তাহা লইয়া দেশান্তরে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ অর্পণ করা চলে। গদাইকে ভাগ দিতে স্বীকার হওয়ায় খুঁজিয়া পাতিয়া সে ডাকাতী মোহরের নক্সার বাক্স সরাইয়াছিল। কিন্তু সে লেখাপড়া জানেনা যে নিজে পড়িবে। গদাই বিশ্বাস করিয়া সে বাক্স কাহারো হাতে ধরিয়া দিতে নারাজ।

মনিব জানিতে পারিলে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তার কলঙ্ক রটিবে! সে বলিয়াছিল, বাক্স সে আনিয়া দিবে—তার মধ্য হইতে নক্সাও বাহির করিয়া দিবে—তাহা দেখিয়া কাজ করো!—কর্ত্তার নক্সা, কর্ত্তার বাক্স যেমন তেমনি রহিবে, মাঝে হইতে তারা সকলে ধন-রত্ন লইবে। এমনি কথা পাকা ছিল। কিন্তু নক্সা পাওয়া যায় কি করিয়া? মনিব যে বাড়ী ছাড়িয়া নড়েন না!

এবারে মনিব বাহিরে যাওয়ায় গদাইকে সকলে ভয় দেখায়—এবার যদি বাক্স না দাও তো চুরি-ডাকাতি করিয়া বাক্স লইব—এবং তার হাত হইতে নক্সা লইয়া সে নক্সার সাহায্যে সব মণি-রত্ন লুঠ করিয়া তারা সরিয়া পড়িবে—গদাইকে একটি কানাকড়ি দিবে না।

গদাই কাজেই রাজী হয় এবং পরামর্শ মত আজ রাত্রে কাজ চলিবে, ঠিক ছিল—কিন্তু এই ক'জন বাবুর আবির্ভাবে সব পণ্ড হইতে চলিয়াছে। তাই ভূতের ভয় দেখাইয়া সকলে তাঁদের ভাগাইবার চেষ্টা করে—কিন্তু তাহাতে ফল হইল না! অথচ সময় সংক্ষেপ—বাবু কবে আসিয়া পড়েন! বাবু থাকিলে গদাই বাক্স আনিবে না, পাছে বাবু টের পান—এবং তার বিশ্বাসঘাতক-অপবাদ রটে! আজ তাই এমন বিপুল উদ্যোগ!

কিন্তু জলের তোড় ওখানে কোথা হইতে আসিল? তার দুই ছেলে, ভাইপো—লোকটা কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

কেশব কহিল—কি করে সন্ধান নিবি?

লোকটা কহিল—সন্ধান কি আর পাবো! এমন কথা কখনো শুনিনি বাবু,—মাটী খুঁড়্‌লে জল এমন তোড়ে আসে···

পাঁচু কহিল—হয়তো নীচে কোনো নদী ছিল এক-কালে। চড়া পড়ে···

কেশব কহিল—জলধিবাবুর মুখে শুনেচি, ওখানে আগে ছিল গঙ্গা নদী—কবে পুরাকালে ভূমিকম্প হতে নদী বুজে ডাঙ্গা বেরোয়।···হয়তো সেই নদীই মাটীর নীচে ঘুমিয়ে ছিল। এখন···

লোকটা বুক চাপড়াইয়া আর্ত্তনাদ তুলিল—আমার পাপে বাবু, আমার পাপে!

কেশব কহিল—আর কোথায় কোথায় তোমাদের এমনি রত্নোদ্ধারের কাজ চলেছে আজ?

লোকটা কহিল—তা জানিনা বাবু। আমার সঙ্গে কথা ছিল—বিলের ধারে মাটী খোঁড়বার!

—গদাই কোথায়, বলতে পারো?

লোকটা কহিল—সে গেছে ঘাসি বেগমের গোরের দিকে…

—তাই বলো। সাধু বিশ্বঘাতী বাবাজী চুপ করে বসে নেই তাহলে! আজ অক্ষয় তৃতীয়ার রাত!

* * * *

লোকটার ছেলেদের উদ্ধার করিতে গিয়া কোনো ফল হইল না। জলের তোড়ে মাটী ধ্বশিয়া সেখানে যেন এক ছোট দীঘির সৃষ্টি হইয়াছে! তখন সকলে ছুটিল ঘাসি বেগমের কবরের কাছে। আসিয়া কেশব দেখে, গদাই পড়িয়া কাৎরাইতেছে—তার কাছে পড়িয়া আছে একখানা শাবল

কেশব কহিল,—গদাইচাঁদ…

গদাই ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল,—খুব সাজা হয়েছে বাবু…

কেশব কহিল—কি হলো তোমার?

গদাই কহিল—একটু জল খাবো! জল…

—এখানে জল কোথায় পাবো?

—আমায় নিয়ে চলুন বাবু…আমি সব কথা বলবো —কিছু লুকোবো না…

চোখের সামনে একটা মানুষ এমন যাতনা সহিবে, চোখে দেখা যায় না! গদাইকে আনা হইল। জল পান

করিয়া গদাই উঠিয়া বসিল। তারপর কেশবের পায়ে হাত রাখিয়া কাঁদিয়া কহিল,—আমাকে বাঁচান বাবু। কর্ত্তার বাক্স শম্ভু চুরি করে নিয়ে গেছে—আমাকে মেরে!

কেশব শিহরিয়া উঠিল। সাধু 'বিশ্বঘাতী' চারিদিকে জাল পাতিয়াছিল—নিজের সুনামটুকু বাঁচাইয়া রাখিতে তার এমন চেষ্টা!

সে কহিল—বাক্স নিয়ে তুমি বনে গিয়েছিলে কেন?

গদাই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। কেশব কহিল,—মনিবের বাক্স চুরি করে ওদের দিয়ে মাটী খুঁড়িয়ে, গোর খুঁড়িয়ে মোহর টাকা চুরির ব্যবস্থা করেছিলে! ভাগ নেবে অথচ নিজের হাতে চুরি করবে না—পাছে মনিবের কাছে বিশ্বঘাতী হও! বটে!

গদাই কাঁদিয়া কেশবের পায়ে মাথা রাখিল।

কেশব কহিল—তোমায় ক্ষমা করতে পারি। তার মানে, পুলিশের হাতে দেবো না—যদি সত্য কথা বলো···

গদাই কহিল—বলবো বাবু—সত্য কথাই বলবো! মিথ্যা বলবো না।

কেশব কহিল—বলো তাহলে···

নানা প্রশ্নে গদাইয়ের মুখ হইতে কেশব যে উত্তর সংগ্রহ করিল, সে এক প্রকাণ্ড কাহিনী! গদাই কহিল

—লোকে বলে, কর্ত্তাবাবুর পূর্ব্ব পুরুষের সম্পর্ক ছিল ঐ ডাকাতদের সঙ্গে! তা সেকালের অনেক বড় বড় জমিদারেরা তো ডাকাতি করিয়া বড় হইয়াছে—এ কথা বাঙলা দেশে কে না জানে! ইহাতে লজ্জার কি আছে! তবে কর্ত্তাবাবুর ঠাকুর্দ্দা সেই সব ডাকাতির কড়ি, মাটী খুঁড়িয়া সংগ্রহ করিতে গিয়া দারুন বিপদে পড়েন। বংশে দু'চারিটা মৃত্যু ঘটিয়া সাংসারকে ছন্নছাড়া করিয়া দেয় এবং বংশে অর্থকষ্ট সুরু হয় সেই সময়। তিনি কঠিন শপথে সকলকে বদ্ধ করিয়া যান,—ডাকাতির কড়ির দিকে কখনো লোভ করিবে না। তাঁর নিজের সঞ্চয়, এই বাড়ীর একটা ঘরের নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া যান। তিনি বলিয়া যান—এ বাড়ীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়ো—আর সে ঘরের সঞ্চিত অর্থ মাত্র গ্রহণ করিয়ো—দুঃখ পাইবে না। তার বেশী লোভ করিলে ধনে-প্রাণে মরিবে!

এ সংবাদ লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে চিরকাল। যারা ডাকাতি করিত, তাদের বংশের মধ্যে কেহ কেহ এ মুলুক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যারা আছে, তাদের কেহ চাষ-বাস করে—কেহ বা মাছ ধরিয়া খায়—কেহ বা রেল কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিয়া দিন-গুজরান করে। দুঃখে দারিদ্র্যে কেহই কিন্তু মাটিতে

পোঁতা ডাকাতি-মণিরত্নের স্বপ্ন ছাড়ে নাই। গদাইয়ের বাপ-দাদাও এককালে ডাকাতি করিয়া গিয়াছে; কিন্তু লুট পাটে তার রুচি নাই। আশ্রয় পাইয়াছে। কোনো কূলে কেহ নাই। শুধু একটা ভাই আছে। তথাপি লোকগুলা তাকে লোভে লোভে তাতাইয়া তুলিত।

কর্ত্তার বাক্সর মধ্যে নক্সা আছে। সে নক্সা দেখিলে জানা যায়, কোন্‌খানে কি ধন-রত্ন আছে। সেই নক্সা দেখিয়া উহার মাটি খুঁড়িয়া কিছু টাকাকড়ি চাইত। কর্ত্তা বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইতেন না বলিয়া নক্সা দেখানো সম্ভব ছিল না। সম্প্রতি কর্ত্তাবাবু বাহিরে গেলে উহারা আসিয়া অস্থির করে! তাই কতক ভয়ে, কতক বা খেয়ালের বশে ব্যাপার সত্য কি না দেখিবার জন্য এ কাজ করিয়াছে। কথা ছিল, গদাই নক্সা দেখাইবে; তাদের হাতে দিবে না। গোলযোগ ঘটিত না। যাহা ঘটিল, তাহা কেশব বাবুদের আসার জন্য।

বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সে চাহে নাই; বাহিরে মাটির নীচে যে সব টাকা-কড়ি, সে-সবে তো কর্ত্তাবাবু কোনদিন হাত দিবেন না। যদি এ বেচারাদের দুঃখ ঘোচে—তাই। কিন্তু শম্ভু বাক্স লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। বাবু আসিলে কি বলিয়া তাঁর কাছে সে মুখ দেখাইবে? তার বাক্স

ফিরিয়া পাওয়া চাই। বাবুরা যদি দয়া করিয়া সে বিষয়ে…

কথা শেষ করিয়া গদাই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কেশব কহিল—কাল ও ভূত দেখানোর মানে কি?

গদাই কহিল—আমি নই বাবু—শম্ভুর কাজ। ও রাণাঘাটে এক ম্যাজিকের দলে কাজ করতো। আলো জ্বেলে ছায়া ফেলতো। সে ভারী আশ্চয্যি—

আশ্চর্য্য বটে! কেশব বুঝিল—দেওয়ালের কোণে সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির নিরুদ্দেশ হওয়ার অর্থ! ম্যাজিকে সম্ভব হইয়াছিল!

অনাদি কহিল—আর আজ রাত্রে কালু ভূতের ঘুর্ণী হাওয়া?

গদাই কহিল—শম্ভু বলতে বলেছিল বাবু, তাই বলেছিলুম! ও এমন শয়তানী করবে, তা কি জানতুম?—ওর কাছে ম্যাজিকের বাঁশী আছে। তাতে ফুঁ দিলে ঝড়ের মত শব্দ হয়। আর একটা কল আছে—কয়লার ধোঁয়া পুরে সেটা চালালে খুব হাওয়া বইতে থাকে।…সে ম্যাজিক জানে, বাবু। ম্যাজিক দেখিয়ে অনেক পয়সা কামিয়েচে। ও ধয়েছিল—মাটী থেকে টাকা পেলে দেশ-বিদেশে ছুটো পয়সার জন্য ঘুরে বেড়াতে হবে না! তাই…

কাহিনী শুনিয়া কেশব খুশী হইল না। ভাবিয়াছিল, ভৌতিক ব্যাপার চলিবে—কালু ভূতের ঘূর্ণীচক্র—তা নয়, মাঝে হইতে সব ফাঁশিয়া গেল!

কিন্তু ঐ লোকটা…?

গদাই কহিল—ওর নাম বাশু—কামার মিস্ত্রী। ওর বাপ-দাদা ডাকাতি করে গেছে। ও গেছলো ছেলে-ভাইপোদের নিয়ে বিলের পাড় খুঁড়তে…

*　　*　　*　　*

রাণাঘাট হইতে পুলিশ আসিয়া বাশুর ছেলেদের-সন্ধানে মাটী খুঁড়াইল, ডুবুরি নামাইল। তাদের পাওয়া গেল না। গহ্বরের মধ্যে তখনো জলের স্রোত মত্ত বেগে বহিয়া চলিয়াছে।

এ ব্যাপার লইয়া সরকারী এঞ্জিনীয়ারেরা বহু দেখাশুনা করিলেন। জিয়োলোজিকাল সোসাইটির কাগজে মস্ত আলোচনা বাহির হইল। তাঁরা অনুমান করিলেন, হয়তো একদিন এই জলের বেগে উপরকার মাটি ধ্বশিয়া গলিয়া বিলটিকে গ্রাস করিয়া এখানে গঙ্গার এক বিস্তীর্ণ শাখা প্রকাশ করিয়া দিবে!

সে গহ্বর মাটি দিয়া বুজাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। শম্ভুর কাছ হইতে জলধিবাবুর সে

বাক্স উদ্ধা[illegible]য় নাই ; পরের দিন সকালে ঘাসি বেগমের কবরের কাছে এক ঝোপ হইতে সে বাক্স পাওয়া যায় কাগজপত্র চুরি যায় নাই ; একখানি খোয়া গিয়েছিল—সেখানি পূর্ব্বেই পাঁচু ও কেশবের হাতে পড়ে।

জলধিবাবু আসিয়া এ ব্যাপার শুনিয়া খুশী হইলেন ; তিনি এখন ইতিহাস-রচনায় মন দিয়েছেন। তৃতীয় খণ্ড লেখা শেষ হইয়াছে ; চতুর্থ বা শেষ খণ্ড তিনি বলিতেছেন, পূজার পূর্ব্বে লিখিয়া শেষ করিবেন।

তার পর ছাপিয়া বাহির করা! কেশব বলিয়াছে, তার জানা দু'চারিজন প্রকাশক কলিকাতায় আছেন এ বিষয়ে সে সাহায্য করিবে।

জলধিবাবু বলিয়াছেন, সে ইতিহাসের উপসংহার-পরিচ্ছেদে গদাইচাঁদের সে রাত্রের কীর্ত্তি-কাহিনী সংক্ষেপে ছাপিয়া দিবেন।

ইতিহাসখানির নাম হইবে—পাণতাড়ার চৌধুরী বংশ। তোমরা এ নামটুকু মনে রাখিয়ো। ছাপিয়া বাহির হইলে কিনিয়া পড়িয়ো। কেশব বলে, সে ইতিহাসের ষ্টাইল অন্য রকম ; স্কুলে ইতিহাস-নামে যে সব নীরস বই পড়ানো হয়, তেমন নয় ; রূপকথার গল্পের মত তাহা সরস লাগিবে।

—শেষ—